পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

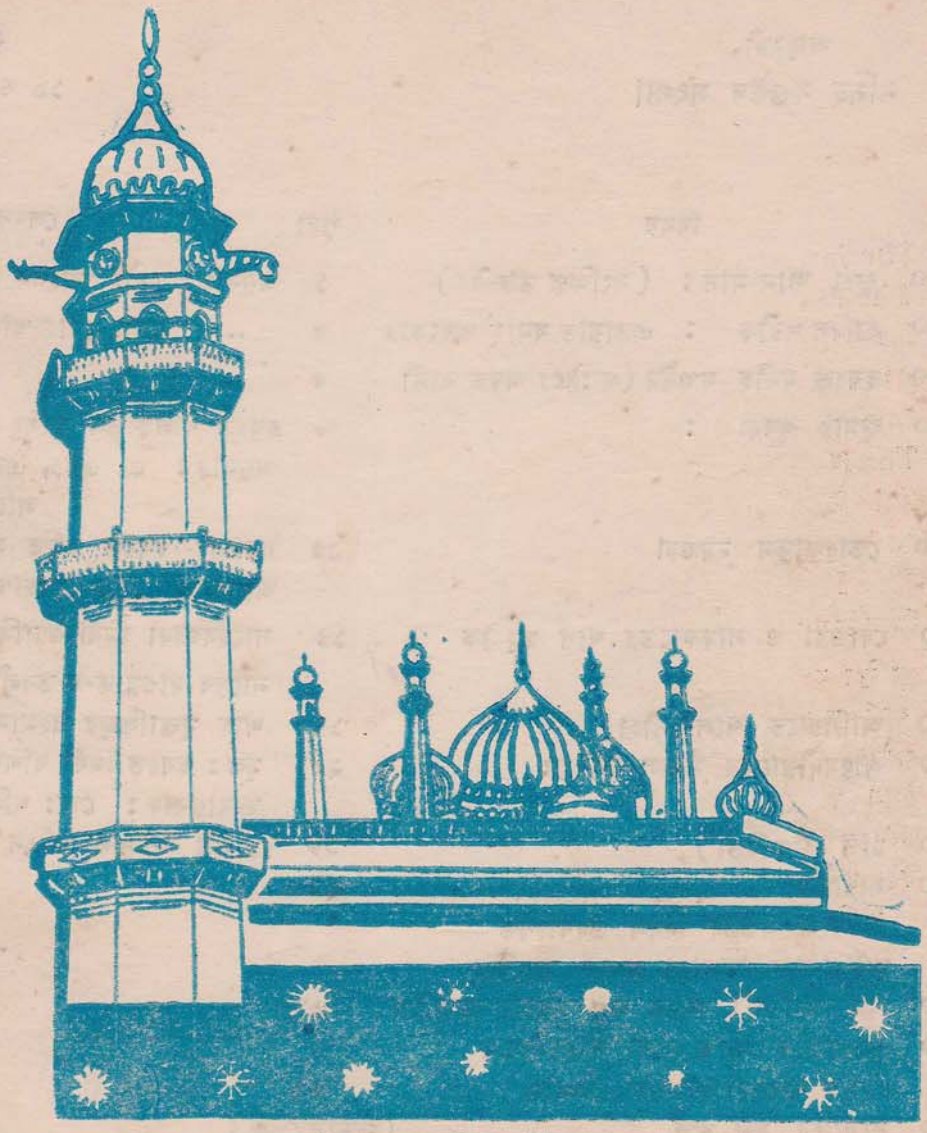

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১৯ ও ২০ সংখ্যা

১লা চৈত্র, ১৩৮০ বাংলা : ১৫ই মার্চ, ১৯৭৪ ইং : ১৯শে সফর, ১৩৯৪ হিজরী কামরী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

আহ্‌মদী
মসিহ মওউদ সংখ্যা

২৭শ বর্ষ
১৯ ও ২০ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সুরা আন-নাস : (সংক্ষিপ্ত তফসীর)	১	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
০ হাদিস শরীফ : এতায়াত বনাম অহংকার	৪	,, মৌঃ মোহাম্মাদ
০ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)এর অমৃত বানী	৫	,, ,, ,,
০ জুমার খুৎবা :	৬	হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার
০ তোহ্‌ফাতুন নদওয়া	১৫	হযরত হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ
০ দোওয়া ও সাদকাতের খাস তহ্‌রীক	১৪	সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ, নায়েব দাওয়াত-ও-তবলীগ (কাদিয়ান)
০ আসিয়াছে আল-মসীহা	১৭	শাহ মুস্তাফিজুর রহমান
০ আহ্‌মদীয়াতের উজ্জল ভবিষ্যৎ	২৫	মূল : হযরত মির্যা বশির আহমদ (রাঃ) ভাবানুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান
০ ঢাল (কবিতা)	২৮	চৌধুরী আবদুল মতিন
০ সংবাদ : মোসলে মওউদ দিবস উদযাপিত দুর্গারামপুর সালানা জলসা অনুষ্ঠিত	২৯	
০ শত বার্ষিকী জশন ফণ্ড সম্বন্ধে তাহ্‌রীক	৩১	
০ বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার ৫১তম সালানা জলসার বিজ্ঞপ্তি	৩২	
০ বয়েতের দশ শর্ত্ত	(কভার পেজ)	

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১৯ হইতে ২০শ সংখ্যা :
১লা চৈত্র, ১৩৮০বাং : ১৫ই মার্চ, ১৯৭৪ইং : ১৫ই আমান, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সূরা আন-নাস

॥ সংক্ষিপ্ত তফসির ॥

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' অবলম্বনে
অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

সূরা লাহাব এবং সূরা ফালাকে শেষ যুগে ইসলামের এক মহা শক্তিশালী হিংসাপরায়ণ শত্রুর উল্লেখ করা হইয়াছিল, যাহার সম্বন্ধে নির্ধারিত ছিল যে, সে ইসলামকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করিবে এবং তখন যেহেতু মুসলমানেরা জাগতিক উপায় উপকরণ দ্বারা উহার মোকাবেলা করিতে পারিবে না, এজন্য উহার মোকাবেলার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে দোয়ায় আত্মনিয়োগের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে এইরূপ উপায় উপকরণের উদ্ভব হয়, যাহার ফলে ইসলাম বিশ্বে বিজয় লাভ করিতে পারে।

রব (প্রতিপালক), মালেক (বাদশাহ) ও

এলাহ্ (উপাস্য)—গুণসমূহের পূর্ণ ও প্রকৃত অধিকারী আল্লাহ্‌তায়ালাই। সুতরাং যখন 'রব্বেন নাস, 'মলেকেন্নাস' এবং 'এলাহেন্নাস'—সেফত সমূহের দ্বারা আশ্রয় ভিক্ষার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তখন ইহার মধ্যে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মানুষের পক্ষ হইতে এইরূপ কতক ধরনের কষ্ট আসিবে, যাহা রুবুবিয়ত, মালেকিয়ত অথবা উলুহিয়তের সহিত সম্পর্ক রাখে। রুবুবিয়ত মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সহিত ও মলেকিয়ত রাজনৈতিক জীবনের সহিত এবং উলুহিয়ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তথা ধর্মীয় জীবনের সহিত সম্পর্ক রাখে। শেষ যুগে খৃষ্টানগণ পার্থিবভাবে উক্ত গুণসমূহের অধিকারী সাজিয়া মানুষের জন্য বিশেষ করিয়া মুসলমানদের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে। এ জন্য এখানে বলা হইয়াছে যে, উক্ত দোয়া এই ভাবে করা হউক যে, "হে আল্লাহ্! প্রকৃত রব, মলেক এবং এলাহ্ তুমিই; এই খ্রীষ্টানগণ, যাহাদিগকে তুমি প্রতিচ্ছায়ারূপে তোমার রুবুবিয়ত, মলেকিয়ত এবং উলুহিয়তের অংশ দান করিয়াছ, তাহারা উহার অপব্যবহার করিয়া মানুষের—বিশেষতঃ মুসলমানদিগের উপকারের পরিবর্তে অপকার সাধন করিতেছে; এজন্য হে, আল্লাহ্! তুমি তাহাদের কবল হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।"

উক্ত বিষয়-বস্তুর যৌক্তিকতার প্রমাণ এই যে, যে বস্তুর দিকে আরোপ করিয়া পানাহ্ চাওয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তু হইতেই পানাহ্ লাভ করা উদ্দেশ্য হইয়া থাকে; যেমন বলিয়া থাকি যে "হে কুকুরের মালিক! আমাদিগকে বাঁচাও" এই কথার অর্থ এই হইবে যে, "আমাদিগকে কুকুর হইতে বাঁচাও।"

আলোচ্য আয়তগুলিতে প্রথমে رب الناس (রব্বেন-নাস) বলা হইয়াছে এবং 'রুবুবিয়ত (প্রতিপালন)-এর ব্যাপার অর্থনীতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এজন্য এই আয়াতে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, সেই হাসেদ (হিংসুক)-এর প্রথম আক্রমণ এই ধারায় হইবে যে, সে ব্যবসা বানিজ্য এবং ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনীতির উপর অধিকার বিস্তার করিবে; তারপর মুলুকিয়ত (রাজত্ব)-এর পালা আসিবে—ধীরে ধীরে দেশগুলির উপর অধিকার জমাইবে। সুতরাং ভারতবর্ষ, মিশর, আফ্রিকা ইত্যাদিতে তদ্রূপই ঘটিয়াছিল। প্রথমে খৃষ্টানগণ ব্যবসা-বানিজ্যের পথে ঢুকে; তারপর রাজ্যসমূহ নিজেদের করতলগত করে। সর্বশেষে اله الناس (এলাহেন্নাস) বলা হইয়াছে, যাহার মধ্যে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, রাজত্ব লাভের পর তাহারা মানুষকে তাহাদের ধর্ম হইতে এবং বিশেষভাবে ইসলাম ধর্ম হইতে বিভ্রান্ত করিবে। সুতরাং আল্লাহ্ বলিয়াছেন; "হে মুসলমানগণ! যখন তোমরা এই সকল অবস্থার সম্মুখীন হইবে, তখন তোমরা সেই খোদার আশ্রয় ভিক্ষা করিবে, যিনি রব, মলেক এবং এলাহ্।"

সুরা ফালাকে বলা হইয়াছিল যে, আখেরী জমানায় মুসলমানগণ যখন দুর্বল হইয়া পড়িবে, তখন আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আবির্ভূত হইবেন, যাঁহার

দ্বারা ইসলামের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হইবে এবং সূর্য ও চন্দ্র (একই রমজান মাসের নির্ধারিত তারিখদ্বয়ে) গ্রহণ লাগার নিদর্শন এবং তাহা ছাড়া আরও অসংখ্য নিদর্শন প্রদর্শিত হইবে। এখন সুরা নাসে বলা হইতেছে যে, সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের জমানায় তিনটি ফেৎনা অত্যন্ত ভয়ংকর আকারে দেখা দিবে (১) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফেৎনা (২) রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ফেৎনা ও (৩) ধর্মীয় ফেৎনা।

অর্থনীতি, রাজত্ব ও ধর্ম এই তিনটি বিষয় এইরূপ যে, ইহাদের সদ্ব্যবহার যেমন মানুষের উন্নতির কারণ হয়, তেমনি অপব্যবহার অবনতির কারণ হয়। সুতরাং মাতা-পিতা, রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় নেতা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যেমন অনেক ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণজনক কাজ করিয়া থাকেন, তেমনি শেরক ও বেদাত ইত্যাদি পূর্ণ ভাব-ধারা ছড়াইয়া এবং ধর্মীয় ব্যাপারে অনাধিকার চর্চা করিয়া নেকী ও পূণ্যের সকল ভিত্তি ও সৌধকে চুরমার করিয়া দেয়। এজন্য আলোচ্য সুরায় নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, এই দোয়ায় রত থাকা উচিৎ যে, যদি দুনিয়াবী (পার্থিব) রব, মলেক এবং এলাহ্ (অর্থাৎ ধর্মীয়নেতা) নিজেদের দ্বিমুখী কাজ-কর্মের দ্বারা তোমাদিগের উপকারের স্থলে অপকার এবং কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ সাধন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তোমাদিগকে স্বীয় আশ্রয়ে লইয়া অপকার ও অকল্যাণ ইহতে রক্ষা করেন।

(ক্রমশঃ)

আহমদীয়তের উজ্জল ভবিষ্যতের অবশিষ্টাংশ

(২৭ পৃঃ পর)

বিপদপূর্ণ দায়িত্ব। রুশ-জাপান যুদ্ধের চেয়েও ইহা অধিকতর দুঃসাহসিক কাজ। আমার কোন সামর্থ নেই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান রয়েছে এক ভীষণ শত্রু" (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড)।

এই সকল ভবিষ্যদ্বানী হতে সুস্পষ্ট যে, শয়তানী দলগুলো যতবেশী শক্তিশালীই হোক না কেন—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রভাবে কালক্রমে এই হীন-শক্তি গুলো বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এই সব আশার বাণী শুনে কেউ যদি আশাবাদের আতিশয্যে নিজ কর্তব্যে অবহেলা করতে থাকে এবং ধর্মের জন্য নিজ শক্তি, সম্পদ ও সময় কোরবাণী করতে আগ্রহী না হয় তবে সে বোকার স্বর্গেই বাস করছে। পক্ষান্তরে ভবিষ্যদ্বানীতে উল্লিখিত বিপদসংকুল পথ দেখে এবং পৃথিবীর আবর্তন-বিবর্তনের প্রলয়ংকরী রূপ দেখে কেউ যদি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নৈরাশ্যবাদের শিকার হয়ে যায় তবে উভয় অবস্থাকেই দুঃখজনক বলতে হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রায়ই বলতেন : 'সত্যিকার ঈমান ভয় ও আশার মাঝে থাকে' অর্থাৎ বিপদাবলী ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথাযথ কর্তব্য পালন করতে হবে এবং সেই সংগে আশার আলোককেও অনির্বান রাখতে হবে। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

এতায়াত বনাম অহংকার

(১)

যাহার হৃদয়ে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, সে দোযখে যাইবে না এবং যাহার হৃদয়ে এক সরিষা পরিমাণ অহঙ্কার আছে, সে বেহেস্তে যাইবে না। (মুস্লিম)।

(২)

আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলিয়াছেন, বড়াই আমার চাদর এবং মহত্ব আমার ইজার; অতএব যে কেহ এই দুইয়ের যে কোন একটি আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে চাহিবে, আমি তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিব। (মুস্লিম)।

(৩)

নিযামের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি সর্ব নিকৃষ্ট কাজ। (বুখারী)।

(৪)

বিপথগামীতায় এতায়াত নাই। নিশ্চয় এতায়াত সিদ্ধ বিষয়ে রহিয়াছে।

(বুখারী ও মুস্লিম)।

(৫)

যখন জামাত এক জনের নিয়ন্ত্রণে একতাবদ্ধ আছে, তখন যদি কেহ জামাতকে ভাঙ্গিবার বা একতা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তোমাদের নিকট আসে, তাহা হইলে তাহাকে কতল (অর্থাৎ তাহার সহিত সম্পর্ক ছেদ) কর। (বুখারী)।

(৬)

যখন তুমি মানুষের ছিদ্রান্বেষন করিয়া বেড়াও, তখন তুমি তাহাদিগকে ফসাদে নিক্ষিপ্ত কর। (বাইহাকী)।

(৭)

বিদ্বেষ করা হইতে সাবধান! কারণ অগ্নি যেরূপ জ্বালানী কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, বিদ্বেষ তেমনি নেকী সমূহকে ভস্মিভূত করিয়া দেয়। (আবুদাউদ)।

(৮)

পরস্পারের প্রতি অসদ্ব্যবহার হইতে সাবধান; কারণ ইহা ধ্বংসাত্মক। (তিরমিযি)।

(৯)

কেহ অন্যের ক্ষতি করিলে, আল্লাহ্ তাহার ক্ষতি করেন এবং যে কেহ বিরুদ্বাচরণ করে, আল্লাহ্ তাহার বিরুদ্বাচরণ করেন। (ইবনে মাজা)।

(১০)

তোমাদের মহামহিমান্বিত রব বলিয়াছেন, আমার বান্দাগণ যদি আমার এতায়াত করিয়া চলিত, আমি তাহাদিগকে রাত্রে বৃষ্টি দিতাম এবং দিবসে সূর্যের উদয় ঘটাইতাম এবং তাহাদিগকে বজ্র ধ্বনি শ্রবণ করাইতাম না। (আবু নঈম)।

অনুবাদ : মোহাম্মাদ

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, কেয়ামতের দিবস শেরকের পরে অহঙ্কারের তুল্য আর কোন বিপদ নাই। ইহা এমন এক বিপদ যে, ইহা মানুষকে উভয় লোকে লাঞ্ছিত করে। খোদাতায়ালার রহম প্রত্যেক এক-খোদার-বিশ্বাসী ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া চলে অহঙ্কারী ব্যক্তি ব্যাতিরেকে। শয়তানও এক খোদার বিশ্বাসী হওয়ার দাবীদার ছিল, কিন্তু যেহেতু তাহার মস্তিষ্কে অহঙ্কার ছিল এবং সে খোদার প্রিয় আদমকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিল এবং তাহার ত্রুটি বাহির করিল, সেই জন্য সে মারা গেল এবং অভিশাপের হাড়কাঠ তাহার গলায় পরান হইল। সুতরাং প্রথম পাপ যাহার দ্বারা এক ব্যক্তি চিরতরে ধ্বংস হইয়াছিল, উহা অহঙ্কারই ছিল।

(আইনায়ে কামালতে ইসলাম-৫৯৮ পৃঃ)।

(২)

স্মরণ রাখিও, অহঙ্কারের জন্য মিথ্যার আশ্রয় অবশ্যম্ভাবী। বরং সর্বাপেক্ষা জঘন্য মিথ্যা উহা, যাহা অহঙ্কারের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই জন্যই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু সর্বপ্রথম অহঙ্কারেই মস্তক চূর্ণ করিয়াছেন।

(ঐ—পৃঃ ৫৯৯)।

(৩)

অনেক লোক আছে যাহারা নিজদিগকে বিনয়ী মনে করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও কোন কোন না কোন প্রকারের অহঙ্কার থাকে। ইহার সূক্ষ্মাতি সূক্ষ প্রকার হইতে বাঁচা কর্তব্য কখনও ধন হইতে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। ধনবান অহঙ্কারী ব্যক্তি অন্যদের কাঙাল মনে করে এবং বলে, এ কে, যে আমার মোকারেলা করিবে? কখনও বংশ ও জাতির অহঙ্কার হইয়া থাকে। অহঙ্কারী ব্যক্তি মনে করে আমি বড় জাতির এবং এ ছোট জাতির।.....কখনও বিদ্যা হইতেও অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। একজন ভুল করিলে অহঙ্কারী ব্যক্তি ঝট করিয়া তাহার ত্রুটি ধরিয়া বলে এবং শোরগোল করিয়া বলে যে, সে তো এক শব্দও ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। মোট কথা, অহঙ্কার বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে এবং সবগুলিই মানুষকে নেকী হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয় এবং মানুষকে উপকার পৌঁছাণ হইতে রুখিয়া দেয়। এ সকল হইতে বাঁচা প্রয়োজন। কিন্তু এই সকল হইতে বাঁচিবার জন্য এক মৃত্যুর প্রয়োজন। যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ এই মৃত্যুকে কবুল না করে, খোদাতায়ালার বরকত তাহার উপর নাযেল হইতে পারে না এবং খোদা তাহার তত্বাবধায়ক হইতে পারেন না।

(মলফুযাত ৬ষ্ঠ জিলদ, ৪০২-৪০৩ পৃঃ)

অনুবাদ—মোহাম্মাদ

জুমার খুতবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) প্রদত্ত

[স্থান ঃ রাবওয়ার মসজিদ আকসা, তাং ২৮/১০/৭৩]

"আমার ইউরোপ সফরে ইংলণ্ডের জামাত আতিথেয়তার যাবতীয় কর্তব্য সুষ্ঠভাবে প্রেম-ভরে সম্পন্ন করিয়াছে। আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে উত্তম যাযা দিন। ইউরোপে ইসলাম বিস্তারের এক বিরাট পরিকল্পনা আল্লাহতায়ালা আমার মনঃপটে উপস্থিত করিয়াছেন, সালানা জলসায় তাহা বিস্তৃত আকারে জামাতের নিকট বলিব।"

পাকিস্তানে বন্যা প্রসঙ্গে হুজুর বলেন ঃ "দোয়া করুন, আল্লাহতায়ালা বন্যাক্লিষ্ট জনগণের দুঃখ যেন দূর করেন এবং আমাদিগের রসুল করীমের (সাঃ) আগমন উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার সরঞ্জাম সত্বর সহজ লভ্য হয়।"

তাসাহুদ, তাউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) পাঠ করেন—

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو - ويعلم ما فى البر و البحر - و ما تسقط من ورقة الا يعلمها (انعام ٦٠)

১৩ই 'ওফা' (জুলাই) জুমার দিন সকালে এই অধম এখান হইতে করাচী এবং সেখান হইতে ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সফরের জন্য রওয়ানা হইয়াছিল। ২৬শে তবুক (সেপ্টেম্বর) মুকারম বুধবার দিন ('মুবারক বা আশীষময়' আমি এজন্য বলিতেছিনা যে পূর্ববর্তী কোন ঘটনাবলী আছে, এবং সফরের বরকত সমূহের কারণে বলিতেছি) আমরা এখানে ফিরিয়া আসি। আল্লাহ্তায়ালার বরকত এবং রহমতের দৃশ্যাবলী দেখিয়া সোমবার আমরা সেখান হইতে রওনা হই এবং একদিন করাচি থাকিয়া বুধবার এখানে পৌঁছি।

আল-হামদুলিল্লাহে আলা জালেক।

এই সময়ে এই সফরের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার মহিমা দর্শন করি। কোন কোন শক্তিশালী হস্তক্ষেপ যাহা অসাধারণ রকমের ছিল, আপনারা এখানে দর্শন করেন। বন্যার আয়াতে এবং বন্যার প্রতিক্রিয়ারূপে। এখন আমি প্রথমে এখানে যে বন্যা হইয়াছিল, উহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। সম্ভবতঃ লম্বা খুৎবা এজন্য দিতে পারিব না যে, আল্লাহ্তায়ালা এই সফরে যেমন কাজ করিবার তৌফিক দিয়াছেন, তেমনই এই

অনুগ্রহও করিয়াছেন যে, এই সমগ্র সময়ে অল্পই ক্লান্তি বোধ হইয়াছে, কিন্তু এখানে আসার পর বিগত দুই মাসের ক্লান্তি এক সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছে। গত দুই দিন দেহের প্রতি অংশের লোমকূপে ব্যাথা বোধ করিতেছিলাম এবং আজও ক্লান্তি সম্পূর্ণ দূর হওয়ার যে অনুভূতি হয়, তাহা হয় নাই। যাহা হউক, মানব দেহের সাথে এসব লাগিয়া আছে।

মহা প্লাবন

ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে। যখন আমি বন্যার খবর পাইলাম, তখন অত্যন্ত অস্বস্তি উদ্বেগ জন্মিল এবং এদিক সেদিক হইতে পূর্ণ বিবরণ পাওয়ার চেষ্টা করিলাম। আমাদের দূতাবাসের সহিত যোগ স্থাপন করিলাম। কিন্তু অধিক কোন ফল হয় নাই। আমি এখানে নির্দেশ দিয়াছিলাম প্রত্যহ সংবাদ দেওয়ার, প্রত্যেহ না হইলেও সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার ত অবশ্যই আমাকে সংবাদ পাইতে হইবে। তার পরে, আমি এই নির্দেশও দিয়াছিলাম যে, জামাতের কাজ করিতে হইবে। এখন কাজের সময়। এক বার ত এই নির্দেশও দিতে হইয়াছিল যে, টাকা পয়সার চিন্তা করিবেনা। মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার যতটুকু (আমাদের পক্ষে সম্ভবপর তাহা) তাহা জরুরী এবং ইহাতে কোন প্রকার শৈথিল্য করিতে হইবে না।

যাহা হউক, আমি ত এখনও অধিক জানিতে পারি নাই। কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ঘটনাবলীর কথা শুনিয়াছি! দেশের যে যে অংশে বন্যা হইয়াছে সেখানে মহাধ্বংস লীলা সাধন করিয়াছে এবং লোকের ভীষণ দুঃখ কষ্ট হইয়াছে। শুনিয়াছি সেখানে বন্যা উপস্থিত হইয়াছে (আমাদের আহমদীগণের কথা বলিতেছি না) অন্য পাকিস্তানী ভাই সব বলিয়াছেন যে, এই বন্যা ত নূহের তুফানের ন্যায়। তারপর ইহাও শুনিতে পাইয়াছি কোন কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন: ইহাকে আজাব বলিবে না। কারণ তাহা হইলে ত আহমদীয়া জামাতকে সাহায্যে করা হইবে।" যাহা হউক, যিনি যাহা চাহিয়াছেন বলিয়া মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বীয় ধর্মমত (আকিদা) বদলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ কুরআন করীমে প্রকৃত ধর্মমত বর্ণিত হইয়াছে এবং বদলানোর চেষ্টার কারণ এখন এই নীতিই চলিতেছে। ধর্ম হইতে দূরত্ব কাটিবার ফলেই এইরূপ হইতেছে। কুরআন আজীমে আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালার হাতে একেত ভবিষ্যতের (গায়েবের) চাবি আছে, এবং আল্লাহ্তায়ালাই 'গায়েব' জানেন। আল্লাহ্তায়ালাই ছাড়া অন্য কোন সত্বা 'আল্লামুল গুয়ুব' (অদৃশ্যজও) নহে। ইহা একটি অর্থনয় বরং দুইটি পৃথক অর্থ। এক ত বলা হইয়াছে যে, 'গায়েবের চাবি' আল্লাহ্তায়ালার হাতে। তারপর বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালার নিকট কোন জিনিষই 'গায়েব' (অদৃশ্য) নয় মানুষ যে অর্থেই গায়েব শব্দ ব্যবহার করুক, আল্লাহ্ তায়ালার নিকট গায়েব নহে, বরং উহা তাঁহার জ্ঞানভূত।

'গায়েব' (অদৃশ্য, গুপ্ত, ভবিষ্যৎ) শব্দ আমরা আমাদের ভাষায় দুই অর্থে ব্যবহার করি। এক, এই অর্থ যে, জিনিষ ত বিদ্যমান কিন্তু আমাদের জানা নাই। দৃষ্টান্তস্থলে, স্বর্ণ খনিতে যে স্বর্ণ, তাহা ত বিদ্যমান এবং তাহার পরিমানও নিদিষ্ট। কিন্তু আমরা জানি না যে, কোন খনিতে স্বর্ণ-আছে এবং পরিমাণ কত? আমাদের জন্য তাহা গয়েবের অন্তর্ভূক্ত। সমুদ্র গর্ভে মুক্তা থাকে। তা, ছাড়াও আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি সমুদ্রগর্ভে নিহিত। সমুদ্রের কোন কোন অংশে ত মানুষ যন্ত্রপাতি নিয়া ডুব দিয়া কোন কোন বস্তুর পরিচয় লাভ করিয়াছে এবং বাহিরও করিয়াছে। কিন্তু সহস্র সহস্র বরং অসংখ্য জিনিষ এমন, যাহা মানুষের অজ্ঞাত, অদৃশ্য 'গায়েব'।

সেইরূপ, একই সময়ে আমেরিকা আমাদের জন্য এখন গায়েব অবস্থায় আছে। অর্থাৎ আমরা জানি না যে, এখন সেখানে কি হইতেছে। সেখানে তাঁহারা এখন (মেয়াদি সময়ের দিক্ হইতে ৯ ঘণ্টা আমাদের পিছনে থাকার কারণে) ঘুমাইতেছেন। অন্য কথায় আমেরিকা এখন নিদ্রাগত। এ অর্থেও কার্যতঃ অন্ধকারে নিমজ্জিত কিন্তু আমাদের জন্য আমেরিকার অবস্থা 'গায়েব' আমাদের জন্য এখন লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিণ্ডি ইসলামাবাদ, পেশাওয়ার প্রভৃতির অবস্থা গায়েব (অন্ধকারাচ্ছন্ন)।

সুতরাং জিনিষ ত আছে, একটা ঘটনা, একটা বস্তু ত আছে। কিন্তু আমাদের অজ্ঞাত এই অর্থে আমরা গায়েব শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু কোন বস্তু যাহা বিদ্যমান বা কোন ঘটনা যাহা চলিতেছে, তাহা আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁহার জন্য গায়েব নহে। তারপর, আমরা গায়েব এই অর্থেও ব্যবহার করি যে, একটা জিনিষ এখন নাই, ভবিষ্যতে সৃষ্টি হইবে—এখনও উহা বস্তুর আকৃতি ধারণ করে নাই। যেমন, অতীত সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, ভূগর্ভস্থ ما فی البر বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা জানিতে পারি এক দীর্ঘ সময়ের বিভিন্ন ও অতি বড় আবর্তনে রাসায়নিক অংশ সমূহের পরিবর্তনের ফলে হিরক উৎপন্ন হয়। হইতে পারে (আমি হইতে পারে এজন্য বলিতেছি যে, অতীতে এরূপ হইয়াছে) যে মাটির কোন কোন অংশ আজ হইতে দুই বৎসর পরে হিরকের আকারে পরিণত হয়। আজ আমরা তাহা জানি না এবং তাহা আমাদের জ্ঞানের মধ্যে আসিতে পারে না যে, এখন ঐগুলির মধ্যে এই পরিবর্তন উপস্থিত হইবে। কারণ, এখন ঐগুলির কোন অস্তিত্ব নাই। ইহা আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানে আছে। মৃত্তিকার অংশা বলী হিরকে পরিণত হওয়ার জন্য আল্লাহ্তায়ালা যেন, তাঁহার 'কুদরতের' চাবী লাগাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং "ভবিষ্যৎ" অর্থ ঐসব জিনিষ এখন অস্তিত্বের পর্যায়ে আসে নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে, যে সব সুসংবাদ (বেশারাত) হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বারা তাঁহার (সাঃ) তোফেলে প্রতিশ্রুত মাহ্দী আলাইহেস্ সালামের দ্বারা আহ্মদীয়া জামাত

মনুষ্য জাতিকে দেওয়া হইয়াছে, যাহা এখন পর্যন্ত ফলে নাই; যাহা ভবিষ্যতে পূরা হইবে। ঐগুলির আজ কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু খোদাতায়ালার মহিমা তাঁহার 'কুদরতের' যে চাবি, উহা বাঞ্ছিত প্রত্যেক বস্তুরই অস্তিত্ব প্রদান করে। মাফাতিহুল-গায়েব (ভবিষ্যতের চাবি)-এর অন্য এক অর্থ এই যে, খোদাতায়ালা চাবি না লাগান পর্যন্ত কোন জিনিষ অনস্তিত্ব হইতে, যাহা একটি গায়েবের অবস্থা, অজুদ বা অস্তিত্বের বর্তমান অবস্থায় পরিবর্তিত হয় না।

এই আয়াতে করীমায় (আমি এখন ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিব না) আল্লাহ্ তায়ালা বলেন যে, গাছের কোন পাতা পড়ে না, যাহা তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে থাকেনা। গায়েবের উভয় অর্থই তাঁহার সহিত সম্পর্কিত। যে, পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালায় আদেশ আকাশ হইতে না আসে তখন পর্যন্ত কোন ছোট্র হইতে ছোট্র বস্তু যেমন গাছের পাতা ডাল হইতে পড়া, বা বড় অপেক্ষা বড় জিনিষ যেমন প্লাবন, যাহা এক বিরাট এলাকাকে বিধ্বস্ত করিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিয়া দেয়, ইহা খোদাতায়ালার ইচ্ছা তাঁহার হুকুম ও জ্ঞান ছাড়া হয় না। ইহা একটি সত্য একটি হকিকত, যাহা এক মুসলমান ভুলিতে পারে না।

আমাদিগকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, পানির এই তুফান প্রবাহ, এই জল প্লাবন আল্লাহ্তায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উপস্থিত হয় নাই। কারণ খোদাতায়ালার বিদ্রোহের ক্ষমতা মোটেও নাই। এজন্য বলিতে হইবে যে, খোদাও চাহিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহার চাবি বাহির করিয়াছিলেন (কারণ পানি রূপে প্লাবন মজুত ছিল না)। তাঁহার আদেশ হইল এবং জল বিন্দুর এমন সমাবেশ হইল যে, তাহা বড় বড় উচ্চ বৃক্ষকে, যাহাদের মূল ও শিকড় তাহাদের উচ্চতা অনুযায়ী ভূমিতে গাড়া ছিল, উহাদিগকে মূল ও শিকড় সমেত উপড়াইয়া নিক্ষেপ করিল। এক বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে, কোন কোন স্থলে ত্রিতল বাড়ী, যখন বন্যার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিল, তখন পানিতে ভাঙ্গা ডাল পালা ভাসিয়া চলার ন্যায় ভাসিয়া গেল। তথাপি এই প্রকার ভীষণ প্লাবন যাহা ঘটিয়া ছিল খোদার বিদ্রোহী হইয়া উপস্থিত হয় নাই। হইতে পারে মানুষের বিদ্রোহ দূর করিবার জন্য মানুষের একটি শিক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়া ছিল। (এ সময় আমি ইহা নিয়া আলোচনা করিতেছি না। আমি আমার বিষয়-বস্তু ও উহার নানা দিক দিয়া আলোচনা করিতে থাকিব) বস্তুতঃ আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, খোদাতায়ালা চাহিয়াছিলেন যে, এই ভূ খণ্ডে এবং এই দেশে এই প্রকারের এক ধ্বংসলীলা উপস্থিত হয়। বন্যার জল কোন কোন এলাকাকে ঝাপটাইয়া ফেলিল এবং কোন কোন এলাকায় তাহা হয় নাই। কিন্তু ইহার ফলে যে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অসুবিধা হইয়াছে, তাহা যদিও দৃশ্যমান প্রবাহ নহে, কিন্তু খুব গভীর ক্ষত সৃষ্টিকারী প্রবাহ। আমাদের

সাকুলা অর্থনীতির উপর বন্যার প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নতির যাবতীয় পরিকল্পনা বন্যার কবলে নিষ্পেষিত। যেখানে বন্যা হয় নাই, ঐ সব অঞ্চলও আক্রান্ত। যেমন করাচী শহরের মধ্যে বন্যার জল যায় নাই। বৃষ্টির জলে ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই নামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যেখানে বন্যা হইয়াছিল, যেমন ঝং, এখানে ভয়াবহ প্লাবন হইয়াছিল। ঝং এ যেমন আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি অত্যন্ত মহার্ঘ হইয়াছিল, তেমনই করাচীতেও মহার্ঘ হইয়াছিল। অথচ সেখানে বন্যা হয় নাই। কিন্তু করাচীতে বন্যার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেই প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও দুঃখপ্রদ ছিল। কুরআন করীমে বলা হইয়াছে যে, এই দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা, তাঁহার আদেশ এবং চাবি দেওয়ায় আসে। ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও কুরআন করীম এই প্রকার দৈব বিপর্যয়ের মুস্‌লেহাত বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সবই ঐশী ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। একটি মুস্‌লেহতে এই বলা হইয়াছে যে, যখন খোদাতায়ালার তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তাঁহার কোন বান্দাকে এ পৃথিবীতে পাঠান বা হযরত নবী আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের (তাঁহার বেসাতের) পরে ইসলামের গালবার জন্য কাহাকেও প্রত্যাদিষ্ট মামুর করিয়া পাঠান। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্বেও নবীগণ আসিয়াছেন এবং তিনি সকলের বাদশাহ ও মুকুট স্বরূপ শুভাগমন করেন। বস্তুতঃ যখন পৃথিবীতে মানুষ এক খোদা এবং তাঁহার রসুল ও প্রত্যাদিষ্ট মামুরের প্রতি লক্ষ্য করে না, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা দৈব বিপদাবলীর চাবি ব্যবহার করেন এবং এ প্রকার অবস্থার সৃষ্টি করেন। আরও একটি মুস্‌লেহত হইল, যেমন, এই প্রকারে লোককে ভালরূপে ঝাঁকি দেওয়া হয় এবং ইহা এজন্য হয় না যে, তাহাদিগকে চিরতরে ধ্বংস করা হয় বরং এজন্য হয় যেন তাহারা চির 'লানত, হইতে নিজেদেরকে রক্ষার দিকে মনোনিবেশ করে।

তারপর, একটি মুস্‌লেহত এই বলা হইয়াছে :

ولنبلونكم بشى من الخوف والجوع

["এবং আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব কতকটা ভীতি ও ক্ষুধা দ্বারা"] যখন এই প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন ইহার ফলে লোকের মঙ্গল এবং রূহানী উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি হয়। এজন্য যে, সকল দায়িত্ব পরীক্ষা তথা "ইবতলা" দ্বারা পয়দা হয়, যদি মানুষ ঐ সকল দায়িত্ব পালন করে, তবে উহার ফলে এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হয় :

["এবং সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদিগকে, যাহারা কোন বিপদ যখন অবতীর্ণ হয়, তাহারা তখন বলে : আমরা আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌রই নিকট যাইব।" বকরা ২১৭

وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة
قالوا انا لله و انا اليه راجعون ٥ (بقره ١٥٧)

আয়াত] বস্তুতঃ, এই প্রকার পরীক্ষা, ইবতে-

লার ফলে আল্লাহ্তায়ালার অজের বান্দাহ্ আল্লাহ্ তায়ালার সাথে তাহার সম্বন্ধ অধিকতর দৃঢ় করে এবং তাহাদের মধ্যে কোন দূরত্ব ও পার্থক্য থাকে না।

انا لله و انا اليه راجعون

["আমরা আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌রই নিকট যাইব] পাক খোদাতায়ালার কুরব তাঁহার নৈকটের এই মকামই বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ দূরত্বের যে সকল সম্ভাবনা ছিল, এখন তাঁহার দিকে প্রত্যাগমন [রূজু ইলাল্লাহ্] দ্বারা আমরা সেই দূরত্বকে নৈকট্যে পরিণত করিব।

দৈব বিপদাবলী মানুষকে جهنجهوڑ نے শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসে বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য হউক, ফলে মানুষের উপর অনেক দায়িত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। এজন্য মসলেহত এই নয় যে, এরূপ কেন হইয়াছে। আসল জিনিষ হইল ঐ সকল মুস্‌লেহাত যাহা কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল মুস্‌লেহাত অনুযায়ী আমরা কেন আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনি না। যদি আমরা ঐশী সংকেত বুঝিয়া নেই এবং ঐশী ইচ্ছানুযায়ী আমাদের মনোবৃত্তি আমাদের চিন্তাধারা আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস (আকায়েদ) আমাদের চিত্তের বাসনা আকর্ষণ এবং আমাদের অভ্যাসের পরিবর্তন আনি, তবে সেই বিপদ যাহা খুব দীর্ঘ সময় লইয়া বিস্তৃত হয় না, উহার ক্রিয়া থাকে না—সীমাবদ্ধ ও উপকারক হয়।,

সুতরাং, পরীক্ষা এবং ইবতেলায় কৃতী ব্যক্তির চেহারায় প্রফুল্লতা তেমনই প্রকাশিত হয় এবং শ্রান্তি দূর হইয়া যায়, যেমন নাকি ভাল ফল প্রকাশিত হইলে যে সকল ছাত্র রাত্রি জাগরণ করে, তাহাদের শ্রান্তি দূর হয় চেহারায় প্রফুল্লতা ও রক্তাভা প্রকাশিত হয়। দিনরাত পড়িবার ফলে চোখে যে, গর্তের সৃষ্টি হয়, এবং শ্রান্তির লক্ষণ চেহারায় ভাসে, ঐ সবই দূর হইয়া যায়। তদস্থলে চেহারায় প্রফুল্লতা আনন্দ রেখা প্রস্ফুটিত হয় এবং ঝরনার পানির ন্যায় তন্দ্রাবেশ হইতে প্রবাহিত হয়! পরীক্ষা ইমতেহান ও ইবতেলার আরও কোন কোন মুস্‌লেহত আরও কিছু সার্থকতা আরও কিছু উদ্দেশ্যে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মোটামুটি এইগুলিই, যেগুলির দিকে সংকেত দিয়াছি।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন, ইত্যাকার অবস্থা হইতে এই ফল বাহির হয় না যে, আল্লাহ্তায়ালা মানুষের উপর করিয়াছেন و ما ظلمهم الله [আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের প্রতি জুলুম করেন নাই]। এ সকল হইতে ইহাই নির্নীত হয় যে, মানুষ তাহার প্রানের উপর জুলুম করে এবং খোদাতায়ালা মানুষকে তাহার জুলুম হইতে রক্ষার জন্য প্রায়শ্চিত্ব রূপে আরও এক সতর্কীকরণের ন্যায় এই প্রকার দুঃখ কষ্টের উপকরণ এজগতে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ ঐ সকল দুঃখাবলী হইতে পরিত্রানের উপায় তালাশ পূর্বক পারত্রিক জীবনে আল্লাহ্তায়ালার রিজা—তাঁহার সন্তুষ্ট লাভ করে।

সুতরাং, পাকিস্তানে বন্যা হইয়াছে এবং আমাদের অনেক ভাইদের যে দুঃখ ও কষ্ট হইয়াছে আহ্‌মদীয়া জামাত ঐ সকল দুঃখাবলীর সর্বদা অংশীদার। বস্তুতঃ এই অনুসঙ্গে আহ্‌মদী বিত্তশালী আহ্‌মদী ছোট্টরা ; আহ্‌মদী যুবক, আহ্‌মদী বৃদ্ধ, আহ্‌মদী পুরুষ, আহ্‌মদী মহিলা, সকলেই স্ব স্ব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া আপন ভাইদের রক্ষার জন্য বড় বড় কুরবানী দিয়াছেন। আমি আশা করি, আহ্‌মদীয়া জামাতের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলিতে পুরাপুরি বিস্তৃত বিবরণ হেফাজত করা হইয়াছে, যদি করা না হইয়া থাকে, তবে এখন সবিশদ সরিস্তার সুরক্ষণে করিতে হইবে। প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমাদের ইতিহাসে এই সব ঘটনা সুরক্ষিত হওয়া চাই যে, কিপ্রকারে তরুণগণ তাহাদের বয়স অনুযায়ী এবং বয়স্কগণ তাঁহাদের বয়স অনুসারে যে যে কাজ ছিল, সর্ব প্রকার কষ্ট সহ্য পূর্বক সম্পন্ন করেন এবং আপন পাকিস্তানী ভাইসবের কষ্ট নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের সকলকেই উত্তম পুরস্কার, জযায়-আহসান দিন এবং তাঁহার ফজল রহমত সাগরের অনেক বড় অংশ তাঁহাদের জন্য মুকদ্দর করুন।

বস্তুতঃ যেখানে পাকিস্তানে বন্যার দুঃখময় অবস্থা শুনিয়া কষ্ট হইয়াছিল, সেখানে ইহা দেখিয়া আনন্দও হইতেছিল যে, জামাত আপন দায়িত্বকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং সঠিক উপায়ে তাহাদের দায়িত্ব পালনে পুরাপুরী চেষ্টা করিয়াছে।

ইংলণ্ডে এক বিরাট জামাত

যতটুকু আমার সফরের সম্পর্ক, এখন অধিক কিছু বলিব না। অবশ্য, শুরু করিতেছি। এক ত ইংলণ্ডে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এক বিরাট জামাত কায়েম হইয়াছে। তাহাদের তরবিয়তের খেয়াল ছিল। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের তরবিয়তি বিষয় ও কর্মের দিকে মনযোগ আকর্ষনের তৌফিক দিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ সকল মুখলিসদিগকে তৌফিক দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা ইসলামের জন্য আত্মহারা হইয়া উদাত্তভাবে কাজ করিবার শিক্ষা গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে, তাঁহার ফজলের দ্বারা তাঁহাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির পরিপুষ্টি আরও বৃদ্ধি করুন।

তারপর, তাঁহাদের মেহমাননেওয়াজি, তাঁহাদের অতিথেয়তার যতখানি সম্পর্ক, এবার ইংলণ্ডের আহ্‌মদীয়া জামাত মেহমানেওয়াজির সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। এখান হইতে ত আমরা অল্প মুদ্রা নিয়া যাইতে পারিতাম। পাঁচ সহস্র ডলার মাত্র নিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহারা তাহাও ইংলণ্ডে কবুল করেন নাই। তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহাদের ইচ্ছা তাহারা সম্পূর্ণ মেহমাননেওয়াজি করেন। যখন আমরা ইয়ুরোপের অন্য দেশগুলিতে গিয়াছি তখন এই অর্থ সেখানে খর্চা হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে তথাকার জামাত পূর্ণ মেহমাননেওয়াজীর দায়িত্ব বড়ই সুন্দরভাবে শেষ সীমানায় প্রীতির সহিত নির্বাহ করেন।

جزاهم الله احسن الجزاء

[আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাদিগকে সর্বোত্তম পুরস্কার দিন।]

মেহমাননেওয়াজির খর্চা অনেক ছিল। তারপর খর্চা ছাড়াও তাঁহারা খাবার পাক প্রভৃতির দিক দিয়া দিন রাত খিদমত করিয়াছেন। কারণ, যেখানে আহ্মদীয়া জামাতের ইমাম থাকিবেন, সেখানে লোক সমাগম হইবে; দিনেও আসিবে রাত্রিতেও আসিবে। কোন সময় সাধারণতঃ রবিবার আড়াই শত তিন শত লোকের সমাগম হইত। তাঁহাদের জন্য কখনও পুরাপুরি খাবার বা হাল্কা খাবার (Light Refreshment) যেমন, চা, কফি, বিস্কুট প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইত। এই সম্পূর্ণ মেহমাননেওয়াজীর খর্চা তাঁহারা নিজে বহন করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, ইহা হযরত মসিহ্ মওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের লঙ্গর সুতরাং খাবার-খর্চা আমরা বহন করিব। তাঁহারা বলিলেন এবং আমাকে তাহা মানিয়া নিতে হইল যে, তাঁহাদের পাকশালাও হযরত মসিহ্ মওউদ আলাইহেস্ সালামেরই লঙ্গরের অন্তর্ভূক্ত। তাঁহারা অনুমতি চাহিলেন, যেন তাঁহারা এই সাওয়াব লাভ করেন। যাবতীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ পানাহারের সম্পূর্ণ ইন্তেজাম যুবক, বালক সকলে মিলিয়া করিত। আপনারা তাহাদের চেহারা এবং ইংলণ্ডে তাহাদের পরিষ্কার পোষাক দেখিয়া ভাবিতেও পারিবেন না যে, তাহারা সারা দিন ব্যাপী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সহযাত্রী এবং অন্য মেহমানগণের খাবার তৈরীতে ব্যয় হইত। আমাদের জন্য সেখানকার ৩।৪ লাজনা (মহিলা সমিতি) ছাড়া ইমাম রফিকের আহ্লিয়া সাহেবা এবং তাঁহার ছেলেপেলেগণও খাবার তৈরী করিতে খুব কাজ করিয়াছে। হেফাজতের খেয়ালে বাহির হইতে জিনিষ পত্র নিজে নিয়া আসা এবং নিজে পাক করা বিরাট কাজ ছিল। বাহির হইতে কোন খাবার তোহ্ফা আসিলে, তাহা সতন্ত্র রাখা হইত এজন্য যে তাহা তাঁহাদের ঘরে পাক হয় নাই, অমুক স্থান হইতে তোহ্ফা রূপে পৌঁছিয়াছে।

বস্তুতঃ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের খোদ্দাম বাবুরচিখানায় কাটাইয়াছেন। রবিবার ত বিরাট ব্যবস্থা করিতে হইত। যেমন, বাসন পত্র ধোওয়া ইত্যাদি। যদিও সেখানে এই সুবিধা আছে যে, চায়ের পিয়ালা ধুইতে হয় না। তৈরী পিয়ালা পাওয়া যায়, যাহা হইতে চা পান করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং আবর্জনার স্থানে চলিয়া যায়। তবু দুধ, চা প্রভৃতি তৈরী করা বিরাট কাজ। একদিন জানা গেল একটি কোলের শিশু আসিয়াছে। সে কাঁদিতেছিল। আমার মনে হইল সম্ভবতঃ তাহার জন্য দুধ সরবরাহ করা হয় নাই। আমি খোদ্দামকে বলিলাম তাহারা যেন এরূপ শিশুদের জন্য দুধ রাখে' কারণ এমন মেয়েরাও আসিবেন যাঁহারা তাঁহাদের অল্প বয়স্ক সন্তান গৃহে ছাড়িয়া আসিতে

পারেন না। এরূপ শিশুদের খাবার ব্যবস্থা লঙ্গরে থাকা কর্তব্য। পরে জানিতে পারিলাম যে, দুধ ত ছিল, কিন্তু মা এত ব্যস্ত ছিলেন যে, শিশুকে দুধ পান করাইবার অবসর পান নাই। তিনি তাঁহার ধর্মীয় অন্য সব কাজে এত ব্যাপৃত ছিলেন যে, শিশুকে দুধ পান করানোর খেয়াল তাঁহার ছিল না। এতে শিশু কাঁদিতে থাকে। তাহার ক্রন্দনে আমি পরে জানিতে পারি যে, মা সময় পান নাই। অন্য সব কাজে মগ্ন ছিলেন। কোন উপলক্ষ ছিল, বা সম্ভবতঃ মনসুরা বেগমের সহিত সাক্ষৎ ছিল।

যাহা হউক, এত পিয়ার, এত কুরবানী দিয়া তাঁহারা কাজ করিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহাদের এখলাস (আন্তরিকতা) ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। এজন্যই আমি প্রথমেই বলিয়াছি আল্লাহ্‌তায়ালাই তাঁহাদিগকে সর্বোত্তম পুরস্কার দিন।

তারপর, তাঁহাদের তরবিয়তের বিষয়ে আমি আমার জুমার খুৎবাগুলিতে তাঁহাদিগকে নসিহত করিয়াছি। অপিচ সেখানে আমাদের সালানা জলসা ছিল ৯ই সেপ্টেম্বর ; উহাতেও উপদেশ দান করা হইয়াছে। ১০ই সেপ্টেম্বর। উহাতেও উপদেশ দান করা হইয়াছে। ১০ই সেপ্টেম্বর আমাদের মুবাল্লিগগণের কনফারেন্স ছিল। উহাতে মুবাল্লিগদিগকে বুঝান হয়। লাজনা ইমাউল্লাহকে (আহ্‌মদীয়া মহিলা সংঙ্গ), বালকবালিকাদিগকে এবং খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়াকে (আহ্‌মদীয়া যুব সঙ্গকে) নসিহত করা হয়।

(খোৎবার অবশিষ্টাংশ আহ্‌মদীর গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।)

অনুবাদ : এ, এম, এইচ, আলী আনোয়ার

দোওয়া ও সাদকাতের খাস তাহরীক

জামায়াতের তৃতীয় খেলাফতের শুরু হইতেই সফলতার সহিত তবলীগে ইসলাম ও কুরআন হাকীমের প্রচারক্ষেত্রে জামায়াতের পদক্ষেপ বড়ই দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। ইহা সরাসরি আল্লাহ্‌তায়ালার করুণা এবং সাইয়েদেনা হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেছ (আইঃ)-কে প্রদত্ত আল্লাহ্‌তায়ালার নিয়ন্ত্রিত মহান নেতৃত্বের ফল।

কৃতজ্ঞতার মোকাম হইতেছে, জামায়াতও আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে হুজুরে আনোয়ারের সমগ্র তাহ্‌রীকাতের প্রতি লাব্বায়েক বলা ও হুজুরের মহান নির্দেশাবলীর প্রতি কায়মনে কর্মতৎপর হওয়া এবং হুজুরের হেদায়েত মতে অগ্রসর হইয়া সৌভাগ্য অর্জন করা।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মোখলেস আহ্‌মদীর প্রতি এই কর্তব্যের অপরিহার্য্যতা বর্ত্তাইয়াছে যে, আপন প্রিয় ইমামের শারিরীক সুস্থতা, সালামতী, দীর্ঘায়ু ও উন্নতমানের সকল মহান আকাংখার কৃতকার্য্যতার জন্য দোওয়া করিবে। ইলহামে ইলাহীতে হুজুরের জন্য 'ইয়াহ্‌ ইয়া' (দীর্ঘজীবি) শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহা সান্তনাদায়ক। যাহাতে আমরা কোনো কোনো দোস্তের তরফ হইতে কিছু কিছু স্বপ্ন দেখার খবর পাইয়াছি। তাই আমি এই ঘোষনার মাধ্যমে জামায়াতের দোস্তগণকে হুজুরে আনোয়ারের জন্য দোওয়া করা ও সাদকা দেওয়ার জন্য খাসভাবে তাহ্‌রীক করিতেছি।

আল্লাহ্‌তায়ালার হিংসুকদের হিংসা ও দুষ্কৃতিকারীদের দুষ্কৃতি হইতে আমাদের প্রিয় ইমামকে তাঁহার আপন যত্নে নিরাপদে রাখুন এবং হুজুরের উন্নত মহান নেতৃত্বের মাধ্যমে জামায়াত যেন ধর্মের খেদমতে প্রত্যেক সংগ্রামে সফলতার সহিত কাজ করিয়া যাইতে থাকে। আমীন।

নির্যা ওয়াসীস আহ্‌মদ, (কাদিয়ান)

তোহফাতুন নদওয়া *

প্রতি নিঃশ্বাসে আমি আল্লাহর নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, উহা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত চক্ষুষ্মান কই?

অত্র ইং ১৯০২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে, বৃত্তিভোগী কর্মচারী হাফেয মোহাম্মাদ ইউসুফ দ্বারা আমার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত একটি ইস্তাহার প্রাপ্ত হইলাম। উহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, আমি নাকি একথা একবার স্বীকার করিয়াছি যে, যাহারা মানবজাতিকে পথভ্রান্ত করিবার মানসে নবী, রসুল ও প্রেরীত হইবার কোন মিথ্যা দাবী করিয়াছে, তাহারা এরূপ প্রবঞ্চনা করিয়াও ২৩ বৎসর যাবৎ (যাহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওতের পূর্ণকাল) জীবিত তো ছিলই, পরন্তু আরও বেশীকাল বাঁচিয়াছিল। হাফেয সাহেব এই ইস্তাহারে আরও লিখিয়াছেন যে, আবু ইসহাক মোহাম্মদদীন নামে তাহার জনৈক বন্ধু এই উক্তির সপক্ষে "কাতয়ুল ওতিন" নামে একটি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। উহাতে মিথ্যা দাবীকারীগণের নাম ও তাহাদিগের দাবীর কাল ঐতিহাসিক প্রমাণাদি সঙ্কলনে লিখিত হইয়াছে। এই ইস্তাহারের সারমর্ম ইহাই বোধ হইতেছে যে, কুরআন শরীফের আয়াতের উপর হাফেয সাহেবের ঈমান নাই বা তাহা রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না এবং

ان ربك كاذبا فعليه كذبه

আয়াতের উপরও তাঁহার বিশ্বাস নাই এবং রাখিতে চাহেন না। পরন্তু "কাতয়ুলও তিন" পুস্তিকা কুরআন শরীফের উক্ত আয়াতগুলি রদ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার মতানুসারে কোরআন শরীফে লিখিত

و قد خاب من افترى - ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء -

—আয়াতগুলি সব রদ হইয়া গিয়াছে এবং এখন আর সেগুলি অবশ্য পালনীয় নহে বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ঐ আয়াতগুলির অনুরূপ আরও আয়াত আছে, যাহাতে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন "যদি এই নবী মিথ্যা করিয়া আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া বলে, তাহা হইলে তাহাকে ধরিয়া, তাহার জীবন শিরা কাটিয়া দিই। "কাতয়ুল ওতিন"-এর বর্ণনা মূলে বোধ হয় যেন, উক্ত সমস্ত আয়াত রদ হইয়া গিয়াছে এবং ইহা দ্বারা আরও সাব্যস্ত হইতেছে যে, প্রবঞ্চকদিগের প্রতি উল্লিখিত আয়াত-গুলিতে বর্ণিত আল্লাহ্তায়ালার সতর্কবাণী যেন, ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। হাফেয সাহেবের কথা অনুযায়ী আম্বিয়াকুল যদি মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চকও হইত, তথাপিও তাহারা ধ্বংস হইত না। ইহা শুনিয়া মনে হয় যেন, খোদাতায়ালার

---

* হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর একখানি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক—মোঃ মোহাম্মাদ

গভর্মেন্টে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকগণের নিমিত্ত দণ্ডের কোন ব্যবস্থা নাই এবং সেখানে সকল প্রকার ছল চাতুরী অবাধে চলিয়া থাকে। *

এমতাবস্থায় কথা এইরূপ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌র নাম দিয়া মিথ্যা রটাইয়াও যদি কোন ব্যক্তি এজগতে শাস্তি লাভ না করে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র বিধান হইতে মানব গঠিত গভর্ণমেন্টের বিধান শ্রেয়, কেননা ইহাতে কেহ দলিল জাল করিলে হাতে হাতে ধরা পড়িয়া যায় এবং শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এতদ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, কুরআনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যেরূপ ২৩ বৎসর অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঐরূপ অবসর পাওয়া এবং তাঁহাকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত বিরুদ্ধবাদীগণের যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া এবং জীবনের মেয়াদ পূর্ণ করিয়া আল্লাহ্‌র আদেশে পরলোক গমন করা, যেরূপ আমার জীবনের মেয়াদ সম্বন্ধেও অশীতি বর্ষের প্রতিশ্রুতি আছে যেন আমার সকল কার্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি, এই সকল ব্যাপার হাফেয সাহেবের নিকট অলৌকিক নিদর্শন নহে এবং তাহার মতে এই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা দ্বারা কাহারও সত্যতা সপ্রমাণিত হয় না। ফলতঃ হাফেয সাহেবের ধর্ম অনুসারে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ঈদৃশ্য বিশেষ আশ্রয় এবং সম্মান প্রাপ্তিও আমার বা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্য সত্যতার কোন প্রমান বলিয়া তো পরিগৃহীত হইতেই পারে না; অধিকন্তু মিথ্যা দাবীকারীগণও এই রূপ অনুগ্রহের অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ যুক্তি দ্বারা সমগ্র কুরআন শরীফের বর্ণনাই অসত্য প্রতিপন্ন হইয়া যায়। কারণ কুরআন শরীফে ইহা সাব্যস্ত আছে যে, প্রতারক ধৃত, লাঞ্ছিত ও বিনষ্ট হয় এবং কখনও জয়যুক্ত

(৩০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

* Foot note :—হাফেয সাহেবের মতানুসারে যদি নবুওতের মিথ্যা দাবীকারীগণও এরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে যে, শত্রুগণের আপ্রান বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্বেও, তাহারা আপন সমস্ত ছলনা জগতে প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত অবসর প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই সূত্র অনুযায়ী সকল সত্য নবীগণের দাবীও ভুমিস্বাৎ হইয়া যায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে এক বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। ইহা সুপ্রকাশিত যে হাজার হাজার শত্রুগণের শত শত দুরভিসন্ধি ও ছলনা এবং সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে কোন নবীকে জীবিত রাখা এবং তাহার প্রচারিত ধর্মকে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেওয়া আল্লার এক অলৌকিক নিদর্শন, যাহা সত্য এবং কামেল নবীগণের জন্যই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় নবুওতের মিথ্যা দাবীকারীগণও যদি গুপ্ত নিদর্শনের অধিকারী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে নিদর্শনেও আর আস্থা স্থাপন করা যায় না এবং সত্য নবীর সত্যতারও কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাকী থাকে না। সাবাশ হাফেয সাহেব! আপনি ইসলামেরই মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। হাফেয হইলে এমনিই তো হইতে হয়।

'আসিয়াছে আল মসীহা'

—শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

"ওই শোনো মহাকাশের মন্দ্রিত ঘোষণা—আসিয়াছে সেই মসীহা, আসিয়াছে আল মসীহা"

"اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح"

আগত আল্ মসীহার কণ্ঠে নিনাদিত হলো যে দিন আল্লাহ্তায়ালার ঐ বাণী—প্রত্যাশার ঐ পরম বাণী, সেদিন আলোড়িত হলো আসমান, —আন্দোলিত হলো পৃথিবী,—গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে শোহরত পড়ে গেল 'জা'য়াল মসীহা—আগত আল মসীহা।' কুল-মখলুক সিজদা বিনত হলো হামদ ও ছানায় দরবারে এলাহীতে। বহু কালের কান্নার অশ্রুবিন্দু মোতি হয়ে, মুক্তা হয়ে ঝলমল করে উঠলো।...

তিনি এলেন, এসে ঘোষণা করলেন :—

ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) মারা গেছেন। তিনি নাই। তাঁর রঙে যার আসার কথা ছিল, সে আমি। আল্লাহ্ আমার স্রষ্টা, আমার জীবন-মরণের মালিক, আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন :

جعلناك المسيح ابن مريم

"আমরা তোমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম বানিয়েছি।"

আল্লাহ্ আমার সর্বশক্তিমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বিশ্বমানবের সামনে এই ঘোষনা রেখেছেন—

"দুনিয়ার বুকে একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে।"

"দুনিয়ার বুকে একজন সতর্ককারীর আবির্ভাব হয়েছে, দুনিয়া তাকে কবুল করেনি ; কিন্তু খোদা তাকে কবুল করবেন এবং প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমনের পর আক্রমন দ্বারা তাহার সাচ্চারীকে প্রকাশিত করবেন।"

আল্লাহ্ আমার রব্বে করীম, আমার মহিমার দিকে ইংগিত করে বলেছেন—

يا قمر يا شمس انت منى و انا منك

"হে চন্দ্র, হে সূর্য তুমি আমা হইতে এবং আমি তোমা হইতে।"

বলেছেন : "খোদা কাদিয়ান মে নাজেল হোগা আপনে ওয়াদা কি মওয়াফেক্।"

খোদা আমার মহা বিজয়ী ; তাঁর চিরন্তন সিদ্ধান্ত :

"তিনি এবং তাঁর রসুলগণ জয়যুক্ত হবেন।"

كتب الله لا غلبن انا و رسلى

সুতরাং বিজয় আমার অবশ্যম্ভাবী। ইহাই খোদাতায়ালার নির্ধারিত এবং প্রতিশ্রুত পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা মোতাবেক যার আবির্ভাবের কথা ছিল, সে আমি। এই যমীন

সাক্ষী সে আমি। ওই পানামার ঢেউ, ওই লোহিত-সাগরের কল্লোল সাক্ষী—সে আমি। ওই হিমালা'র সফেদ শৃংগ, ওই মেঘমালা সাক্ষী—সে আমি। ওই আসমান সাক্ষী—সে আমি ওই চন্দ্র সূর্য সাক্ষী, এ নক্ষত্রমণ্ডল, ওই উল্কাপাত সাক্ষী সে আমি, ওই তুফান—ওই প্লাবন সাক্ষী, সে আমি। ওই ভূমিকম্প, ওই মহাসমর সাক্ষী সে আমি, সে আমি। সাক্ষী আমার সত্যতার এই পাপের-পাঁজরে-বন্দী এই পৃথিবীর আত্মা। সাক্ষী আমার সত্যতার এই মিথ্যার-কারাগারে -শৃংখলিত এই মনুষ্যত্ব—এই সভ্যতা। সাক্ষী আমার সত্যতার নেতি ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই যামানা—এই ওয়াক্ত।

"ওয়াক্ত থা ওয়াক্তে মসীহা না কেসি আওর
কা ওয়াক্ত।
ম্যায় না আতা তো আওর কোই আয়া
হোতা।"

যে দিন—

জাল দাজ্জালিয়াতের ত্রিত্ববাদের শুভঘাতী শুভংকরের সমাধান করতে না পেরে মানুষের আত্মা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল; বিসর্জন দিয়েছিল সকল আস্তিক্য বুদ্ধি এবং বোধি; ক্ষুব্ধ হয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল মিথ্যাচারী খোদাওয়ালাদের মুখে ঘৃনা আর বিদ্বেষ, ঢলে পড়েছিল নাস্তি ও নৈরাশ্যের অতল অন্ধকারে—

সেদিনই—

খোদা ভরসার সকল আশা ও ইচ্ছা অস্বীকারের আগুনে ভস্ম করে দিয়ে মনুষ্য-সন্তান আপনার দুর্বল সত্তার প্রতিই আরোপ করে বসেছিল সকল আস্থা ও ভরসা। নিরাশার অবতার শপেনহাওয়ারের মানস-পুত্র নীটশে প্রচার করলো সমাজ, সভ্যতা আর নৈতিকতার জন্য চাই—অতিমানুষ—চাই সুপারম্যান। চাই না খোদা। খোদা মারা গেছে। মানুষকে করুনা করতে গিয়েই সে মারা গেছে। বিদ্বেষে অন্ধ (পরিশেষে উন্মাদ) নীটশে খোদাতায়ালারই একজন পূত-পয়গম্বর জরাথুষ্ট্রের জবানীতে প্রচার করলো--

Destroy for me, oh destory for me, says Zarathustra "the good is just ; And god is dead : Now Let us will the superman live !. Man is a thing that must be execlled, Again, god is dead, god, died of his pity for man."

(মায়াজাল্লাহ)—খোদা মরে গেছে, একথা বলেই নীটশে সকল মানব এবং 'সম্ভ্রান্ত বংশজাত' সকল অতিমানবের জন্য যে দয়ামায়া শূন্য, আদর্শ অতিমানব বা Ideal superman-এর কামনা করেছেন, তাকে অবশেষে The Roman Caesar with christ's soul—যীশুর আত্মাধারী রোমান সীজার হিসেবেই আকাঙ্খা করেছেন। হয়তো সে আকাঙ্খা তিনি জান্তে করেছেন, হয়তো বা অজান্তে। অজান্তে বলছি এ জন্য যে, স্রষ্টার প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন মানুষের আত্মার প্রকৃতিতে নিহিত একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। আত্মার এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনো

নাস্তিকই পুরোপুরি নাস্তিক হতে পারে না। তাই, অতি সতর্ক নাস্তিক্যবুদ্ধিরও শূন্যতা কোনো না কোনো সময়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নাস্তিক নীটশের বেলায় ও পড়েছে। কিন্তু হায়! নীটশের বে-সবুর বুদ্ধি তাকে জানতে দেয়নি যে, আল্লাহ রহমানুর রহীম তার সেই মহৎ আকাঙ্খাকে হতাশায় নিঃশেষ হতে দেননি। তিনি তার ধারনার (সীমিত হলেও) সেই যীশুর আত্মাধারী রোমান সীজারকে যথাসময়ে মানুষের জন্য মানুষের মধ্য থেকে উত্থিত করেছেন। যিনি মসীহা—যিনি সেই সে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহিমার দ্বিতীয় প্রকাশ, যাঁর সম্বন্ধে বস্‌ওয়ার্থ স্মীথ বলেছেন—He was Ceasar and pope in one,—তিনি ছিলেন একই সংগে সীজার এবং পোপ—যীশু। স্মীথ রসুল (সাঃ)-এর মহিমা বর্ণনার চেষ্টা করতে গিয়ে বলেছেন—

"Head of the state as well as of the Church he was Caesar and pope in one but he was the Pope without the popes, pretention and caesar without the Legions of caesar. Without a standing army, without a body-guard, without a palace, without a fixed revenue if ever any man had the right to say that he ruled by a right Divine, it was Mohammad"- (Sm)
(Mohammad and Mohammadanism)

তাই বুঝি, নাস্তিক নীটশেকে লক্ষ্য করে কবি ইকবাল বলেছিলেন—

"আগর উঁও মযজুবে ফিরিঙ্গী এস যামানা মে হোতা
তো ইকবাল উসকো দেখাতে মাকামে কিবরিয়া
কেয়া হ্যায়—"

ইকবালের দর্শনকে an oriental adaptation of Nietzsche's philosphly মনে করেছেন অধ্যাপক ই, জি, বাউন। অধ্যাপক বাউন হয়ত ইকবালের মর্দে মুমিন বা ইনসানে কামেলের অন্তরালে নীটশের আইডিয়াল সুপার ম্যানের রূপ প্রত্যক্ষ করে থাকবে। কিন্তু আমরা কবি ইকবালের দর্শনে আবদুল করিম জিল্লীর ইনসানুল কামেলের আস্বাদ পেয়েছি। এবং সেই সঙ্গে পেয়েছি, বার বার পেয়েছি মহাকবি রুমীর হৃদয়ের আঘ্রাণ আর তারই মধ্য দিয়ে শামস্ ই-তাবরিযের প্রেমের খোশবু। যদিও মহা কবি দ্বীন ও ঈমানের জীবন্ত ধারায় "maintains that in every age there is an individual who is an Ideal Man, Iqbal is silent on this....." (Iqbal: His art and thought: S. A. VAHID)

প্রতি যামানায় ইনসানে কামেল অর্থাৎ মুজাদ্দিদ আগমনের অপরিহার্যতায় রুমীর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দার্শনিক ইকবালের নীরবতা কৌতুহলোদ্দীপক। তবে, সেই আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ ব্যতীত মনুষ্য-চরিত্রকে শূন্যই দেখেছেন কবি ইকবালও:

"কলব মে সুস নেহী রুহ মে ইহসাস নেহী
কুছ ভি পয়গামে মুহাম্মাদ কা তুম হে পাস নেহী....."

ইকবালের যামানার এই সীমাহীন অধঃপতন লক্ষ্য করেই এযুগের কোনো দরদী কবি গেয়েছে—

"ইয়া এলাহী ভেজ দো একবার,
ফের দোবারা দেখ লোঁ জালুয়ায়ে রাসুলুল্লাহ্ কা"

আল্লাহ্ রহমানুর রহীম, দরদী প্রাণের সেই আকুল অর্তি শুনেছেন। ফের দোবার পাঠিয়েছেন সেই জালুয়ায়ে রাসুলুল্লাহ্। সেই 'জালুয়ায়ে রাসুলুল্লাহ্ কা' এবং ইকবালের সেই 'পয়গামে মুহম্মদ কা' পূর্ণ রূপায়ন জ্বল জ্বল করে প্রতিভাত হচ্ছে যে মহান মর্দে মুমীনে, যে আদর্শ অতিমানবের পূত চরিত্রে, তারই নাম তো গোলাম আহমদ (আঃ); তিনিই তো মাহ্দী মওউদ ইমামুজ্জামান।

ইকবালের ইনসানে কামেলের বা সুপারম্যানের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে 'ফেকর ও ফানে ইকবালের' লেখক কুরআন করীমের ৫:৫৮ আয়াতের উদ্ধৃতি পেশ করে মন্তব্য করেছেন, "How closely the Perfect man as envisaged in the above lines (i. e in 5:58) resembles Iqbal's Superman

ইকবালের এই সুপারম্যানের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক শ্রী অরবিন্দু ঘোষের সুপারম্যানের অনেক তফাৎ থাকলেও তা নীটশের ন্যায় নাস্তিক নয়। শ্রীঘোষের কথায়—

"He (i. e Superman) is made in god's image.' বৃটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে কারারুদ্ধ অরবিন্দ সন্ত্রাসবিরোধী রবীন্দ্রনাথের সাক্ষৎ প্রার্থনা প্রত্যাখান করলে নাকি কবি ফিরে এসে লিখেছিলেন :

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার
দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে।....."

'খোদাতায়ালার প্রতিবিম্বে গড়া' অতিমানবের প্রতীক্ষারত অরবিন্দকেই 'দেবতার দীপহস্তে আগত রুদ্রদূত' বলে নমস্কার জানিয়েছেন কবি ; কিন্তু হয়তোবা স্বস্তি তিনি পাননি ; হয়তো শান্তি পাননি রাজা রামমোহন রায়ের পরিমণ্ডলে উপবীত পরিত্যাগ করেও। কারণ, তিনি তো দেখেছেন :

'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে :

দেখেছেন—

"অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার
ভূবণ দুঃস্বপ্নের তলে—"

দেখেছেন—"সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কি রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানব-পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর দিকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।"

তবে, কবির আশাবাদী মন বিশ্বাস করে যে,—

"ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত
পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—"

ভগবানের সেই চিরাচরিত নিয়মের প্রতি আস্থাশীল কবি মহাপ্রত্যাশায় বুক বেঁধে বসে আছেন—

"পরিত্রান কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে ; অপেক্ষা করে থাকবো সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে ; মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব-দিগন্ত থেকেই।"

সেই পরিত্রান কর্তার আবাহনী সংগীতও গেয়েছেন কবি

"ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত ধূলির ঘাসে ঘাসে।
....
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে
জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।"

কবির আশা—

"মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্ম-প্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকেই।"

কবি অপেক্ষা করে আছেন—"সেই সে—

প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচবে আমার তবে
(১৫৩ : গীতাঞ্জলী)

আমরা জানি সেই প্রেমের দূত, সেই পরিত্রান কর্তার আবির্ভাব হয়েছে। তিনি এসেছেন, এসে সভ্যতার দৈববাণী তিনি পৌছিয়েছেন মানুষের কানে কানে। কিন্তু পরিতাপ, মানুষের প্রাণে তার কতটুকুই বা সাড়া জেগেছে। মানুষ হয়তো বিশ্বাস করেও বলেছে।

"আছি রাত্রি দিবস ধরে
দুয়ার আমার বন্ধ করে
আসতে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বারে।"
(৪০ : গীতাঞ্জলী)

হয়তো সেদিনই সংশয়ী মানুষের সন্দেহের অবসান ঘটবে, যেদিন তাড়িয়ে দেবার সকল শক্তি তার নিঃশেষ হয়ে যাবে, যেদিন সেই রুদ্রদূতের ভয়ংকর প্রকাশে 'প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা' সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি তো এসেছেন। নিষ্কলংক রূপে তাঁর অবতরণ হয়েছে। তাই আজ, 'সভ্যতার সংকট' কেটে যাওয়ার সকল শুভ লক্ষণ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। অমাবস্যার কারাটুটে দুঃস্বপ্নের তল থেকে মানবভূবন জাগরিত হয়ে মেঘমুক্ত নবীন প্রভাতের আলোতে আঁখি ধুয়ে নিয়ে শান্তিঝরা সভ্যতার উদ্ভাসমান দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করছে। তিনি এসেছেন, তিনি নিষ্কলংক অবতার। তাঁর পূতনাম হযরত আহমদ (আঃ) ; তাঁর আগমনের কল্যাণে বিশ্বসভ্যতার সার্বিক পরিত্রান আজ সমাসন্ন।

ঠিক পরিত্রান কর্তার কথা না বললেও—অতি মানব বা সুপারম্যানের কথা বানার্ডশ'ও বলেছেন তিনি যখন ধরেই নিয়েছেন যে, নানা প্রকার অনাচার অধঃপতনের পরিপ্রেক্ষিতে পীটারই যীশুকে এই বিশ্বাসটা করিয়েছে যে, যীশুই হচ্ছে

"The Messiah, and that death could not prevail against him, nor prevent his returning....." এবং এই 'রোমাঞ্চের' দরুনই "Crosstianity' became established on the authority of Jesus himself" এবং "a thousand years were ordained as the period that was to elapse before gesus was to return as he had promised. In I000 A.D. the last possibility of the promised advent expired,.....but by that time people were so used to delay that they substituted for the Second Advent a Second Postponement."

(The Black girl.)

মসীহার আগমনকে কল্পনা বলে, আজগুবী বিশ্বাস বলে উড়িয়ে দিয়েছেন শ'। অনুরূপ অন্যান্য বিশ্বাসকেও বিদ্রূপ করেছেন তিনি—

"We dug up and mutiliated the remains of the Mahdi, the other day, exactly as we dug up and mutiliated the remains of Cronewell two centureis ago." (Man and Superman).

অতঃপর তিনি সকল মানুষেরই অতি মানুষ বা সুপারম্যান হয়ে উঠার আবশ্যকতা অনুভব করেছেন। তবে, তিনি সম্ভবতঃ মনে করতেন যে, নীটশেকথিত সুপারম্যান বা আইডিয়াল সুপার ম্যানের সৃষ্টি কখনই সম্ভব হবে না,

ANA: Tell me where can I find the Superman.

THE DEVIL: He is not yet Created, Senora!

THE STATUE: And never will be probably. (Man and Superman)

এবং সম্ভবতঃ সেকারণেই শ' সকল মানুষের এবং সকল অতিমানুষের সাকুল্য আশা ও ভরসার পূর্ণস্থল আমাদের প্রিয় প্রভু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথাই ভেবেছেন। বলেছেন —"মোহাম্মদ (সাঃ)

Must be called the Saviour of humanity. I believe if a man like him were to assume dictatorship of the modern world he would succeed in solving is problem in a way that would bring in the much needed peace and happiness."

অন্যকথায় শ'য়ের মগ্নচৈতন্যে আমাদের প্রিয় প্রভু (সাঃ)-এর আগমনের আকাংখাই দানা বেঁধে উঠেছিল। নীটশের ন্যায় তাঁরও নাস্তিক বুদ্ধির শূন্যতা তাঁর অজান্তেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। নইলে, মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরিবর্তে এক্ষেত্রে তাঁর স্বনির্মিত সেন্ট জোয়ানের কথাই তাঁর মনে পড়ার কথা। কিন্তু, তা পড়েনি। সংশয়ী চেতনার সম্মোহন তার দৃষ্টিকে প্রতারিত করেছে। তিনি দেখতে পাননি যে, তাঁর বিশ্বাসের সেই 'মানবতার পরিত্রান কর্তার' সাফল্য এবং সৌন্দর্যের পুনঃপ্রকাশ যাঁর পুত-চরিত্রে হওয়ার কথা সেই প্রতিশ্রুত মসীহার আগমন হয়েছে। তিনি এসেছেন। এসে 'ক্রস্‌চিয়ানিটির' 'ক্রস'ও ভেঙ্গে দিয়েছেন। কাজেই, তার জন্যে তাঁর জোয়ানের শেষ সংলাপই স্মরণ করতে হয়—

JOAN: O god that madest this beautiful earth, when will it be ready to receive thy Saints? how long, o lord, how long?

(Saint Joan)

এই সুন্দর পৃথিবীর স্রষ্টা রহমানুর রহীম আল্লাহ্-পাক সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞানী; তিনি জানতেন যে, এমন একদিন আসবে যেদিন বিশ্বব্যাপী সার্ব জনীন কল্যাণময়তা এবং সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে একজন পরিত্রান কর্তার—একজন শান্তির দূতের জন্য মানবাত্মার আকুল ফরিয়াদ আসমান-ইথার ভরে তুলবে। সেদিন যাতে মানবহৃদয় নেতি ও নৈরাশ্যের নিরবচ্ছিন্ন কুয়াশায় পথ না হারায়, যাতে ইতর প্রবৃত্তির কুটিল কুহকে মানবাত্মা বিভ্রান্ত না হয়, সেজন্য রহমানুর রহীম পরওয়ারদেগার তাঁর অপার কৃপায় পূর্ব থেকেই বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সেই আদর্শ অতি মানবের সেই প্রেমের দূতের আগমনের শুভ সংবাদ দিয়েছেন বিভিন্নভাবে।

তাই দেখা যায়—

হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিশ্বাস করেন যে, শেষ যুগে নিষ্কলংক কল্কি আসবেন। জরাথুষ্ট্রীয়ান বিশ্বাস করেন যে, মসীও দরবাহনী আসবেন। ইহুদী বিশ্বাস করেন যে, মসীহা আসবেন। বৌদ্ধের বিশ্বাস মৈত্রেয় আসবেন। খৃষ্টানের বিশ্বাস খৃষ্টের পুনরাগমন হবে। আর মুসলমানের বিশ্বাস শেষ যুগে মসীহ আসবেন, মাহ্দী আসবেন। সুতরাং, সকল ধর্মমতে শেষ যুগে একজন প্রতি-শ্রুত মহামানবের আগমন একটি সর্ববাদীসম্মত সত্য। এবং ইহাও সর্ববাদীসম্মত সত্য যে, সেই মহামানব এসে বিশ্বের সকল মানুষকে তাঁর একক কমাণ্ডের দ্বারা সমবেত করবেন সত্য ধর্মের পতাকাতলে। ধর্মগ্রন্থসমূহে সেই মহামানবের আগমনকালের যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করা আছে, সে গুলির পরস্পরের সামঞ্জস্য এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত পেশ করে যে, তাঁর আগমনের কাল বা যমানা একই; এবং সেই প্রতিশ্রুত মহা-মানবও একজনই। অর্থাৎ শেষ যুগের জন্য সর্বধর্মবর্ণিত সেই সময় এবং সেই মহাপুরুষ এক ও অভিন্ন। তফাৎ যা, সে শুধু নামে। অন্যথায়, শেষ যুগে প্রতিধর্মের জন্যই যদি এক একজন করে মহাপুরুষের আগমন হয়, এবং তাঁরা সবাই যদি পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের স্ব স্ব সত্যধর্মের পতাকাতলে বিশ্ববাসীকে সমবেত করার চেষ্টা করেন তবে, সত্যধর্ম-সমূহের (?) প্রচারকগণের পরস্পরের কোন্দল আর কোলাহলে আসল সত্য স্বয়ং মারা পড়বে। কিন্তু তা হতে পারে না। এবং পারে না জন্যই এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই বাতিল করা যায় না যে, আগমনকারী প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ এক ও অভিন্ন।

ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত লক্ষণসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান হলো :—খোদার সঙ্গে মানুষ সম্বন্ধ হারাবে কোনো নবীর শিক্ষাই তাঁর অনুসারীরা মেনে চলবে না, পাপ ও অকল্যাণের প্রসার ব্যাপক হবে,—যুদ্ধ ও শান্তি পাশাপাশি বিরাজ করবে, —উল্কাপাত হবে,—চন্দ্র ও সূর্য অন্ধকার হবে —বাহন হিসেবে পশুর ব্যবহার উঠে যাবে,— একই সঙ্গে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খবর পৌঁছে যাবে,—নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে,—তারা দোকান দারী করবে,—তাদের পোষাক আবরু ঢাকবে, —তিনটি বড় শক্তি অপর তিনটি বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে,—আরব তুরস্ক সাম্রাজ্য

থেকে আলাদা হবে,—ইরাক, সিরিয়া ও মিশরে পৃথক পৃথক সরকার কায়েম হবে,—মদ জুয়া বৃদ্ধি পাবে,—পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ হবে, —শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতার অধিকারী হবে,—দাজ্জাল বের হবে,—দাব্বাতুল আরদ্ বের হবে, —ইয়াজুজ ও মাজুজ গগ্ ও মেগগ বা মধু ও কৈটভ বের হবে, জড়যন্ত্র কথা বলবে,—দুই সমুদ্র সংযোজিত হবে,—সংযোগকারী খাল দিয়ে জাহাজচলাচল করবে,—পুথি-পত্রের ব্যাপক বিস্তার হবে,—একই রমজান মাসে নির্ধারিত সময়ে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হবে ইত্যাদি..... ইত্যাদি।

এই সকল ভবিষ্যৎবাণীই বর্তমান যামানায় ফলে গেছে। তাছাড়া, সেই প্রতিশ্রুত মহামানব সম্পর্কেও বলা আছে:

তিনি দুইটি অসুখে ভুগবেন, একটি দেহের উপরের অংশে, অপরটি নীচের অংশে। তাঁর মাথার চুল সোজা হবে। গায়ের রং গোধুম বর্ণের হবে। দক্ষিণ গালে তিল থাকবে। চক্ষু বড় ও ভ্রমর কৃষ্ণ হবে। তিনি তোতলা হবেন। কথা বলার সময় মাঝে মাঝে উরুদেশে হাত চাপড়াবেন। তিনি জময জন্ম গ্রহণ করবেন। তিনি কৃষি-নির্ভর পরিবারের লোক হবেন। ঐশী রহমতের নিশান স্বরূপ প্রতিশ্রুত সন্তান লাভ করবেন। ইত্যাদি..... ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য উল্লেখিত সকল ভবিষ্যৎবাণীর সকল প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করে রহমান খোদা যাঁকে এই যামানায় পাঠিয়েছেন, তারই পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তাঁর পূণ্য আবির্ভাব যেহেতু সকল জাতির সকল মানুষের জন্য নির্ধারিত ছিল, সেহেতু তার আগমন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্ক এমনভাবে সকল জাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল যে, সকলেই যেন তাঁকে আপন বলে গ্রহণ করতে পারে। বস্তুতঃ ঘটেছেও তাই। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, আগত মহামানব ধর্মগত ভাবে মুসলমান হওয়ায় তিনি মুসলমানদের সঙ্গে সমপৃক্ত; সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় খৃষ্টানদের সঙ্গে সমপৃক্ত; গোত্রগতভাবে পারশ্যবাসীদের সঙ্গে সমপৃক্ত; এবং তিনি বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সঙ্গেও সমপৃক্ত; কারণ তিনি জন্মগতভাবে ভারতীয়। তাঁর আবির্ভাব—

'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে'। এই ভারতের পঞ্চনদের তীরে রাজা এলেন, মানুষের হৃদয়ের নিষ্কলংক মহারাজা। এলেন মৈত্রেয় মসীও দরবহনী। এলেন মসীহা—মাহদী: ইসা ইবনে মরিয়ম নবীউল্লাহ (আঃ)। সকল ধর্মের সকল ভবিষ্যৎবাণীর সকল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো। তিনি এলেন—তিনিই তো আহমদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। চতুর্দশ হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ।

لا مهدی الا عیسی ابن مریم

"নাই কোনো মাহদী ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিত"—আল্-হাদীসের এই দিশা ও দিগদর্শী বাণীর সপক্ষে সাক্ষ্য দিল বেএন্তেহা পার্থিব ঘটনা, অগনিত আসমানী নিদর্শন। সাক্ষ্য দিলচন্দ্র গ্রহণ —সূর্যগ্রহণ নির্ধারিত তারিখদ্বয়ে একইরমজান মাসে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এবং পুনরায় ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে।

(ক্রমশঃ)

আহমদীয়তের উজ্জল ভবিষ্যৎ

—মোঃ খলিলুর রহমান

[হযরত মীর্যা বশির আহমদ (রাঃ)-এর 'Future of Ahmadiyyat' পুস্তকের ভাব অবলম্বনে লিখিত]

যে ধরণের পরিবেশের মধ্যে আমরা বাস করি তাতে আমরা দেখতে পাই যে, ধর্মের কথা খুব অল্প লোকেই শুনতে চায় এবং অধিকাংশ লোকই কতকগুলো মিথ্যা মূল্যবোধ, বস্তুবাদী দর্শন, অর্থ-সম্পদের চিন্তা, সাংসারিক সমস্যা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। এই অবস্থার মোকাবেলায় প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়াতের চূড়ান্ত সাফল্যের প্রতিশ্রুতি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য? আহমদীয়াত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু কোন কোন ব্যক্তি এরূপ প্রশ্ন প্রায়ই উত্থাপন করে থাকেন। আহমদীয়াতের সত্যতা ও চূড়ান্ত সাফল্য সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুকাল আগে যখন হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ঘোষণা করলেন যে, প্রত্যেক আহমদী যেন নৈরাশ্য পরিত্যাগ করে এবং প্রফুল্ল ও হাসি-খুসি থাকে তখন সত্যি সত্যি মনে হলো তিনি যেন আধ্যাত্মিক চিকিৎসক রূপে নিরাশার সকল মেঘকে ছিন্ন করে ফেলেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আহমদীয়াতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে কুরআন, হাদিস এবং মসীহ মওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার আলোকে হযরত মীর্যা বশীর আহমদ (রাঃ) কর্তৃক লিখিত 'Future of Ahmadiyyat' শীর্ষক পুস্তক অবলম্বনে কতকগুলো প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করা হলো। এই আলোচনার ফলে এক দিকে যেমন নৈরাশ্যবাদের পরিবর্তে আমাদের হৃদয় জীবন্ত ধর্মের জীবনপ্রদ আলোক সম্পাতে স্পন্দিত হবে, ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রতিশ্রুত সাফল্য সম্বন্ধে অনির্বান আশার আলোক জ্বলে উঠবে, অন্যদিকে বস্তুবাদ, ধনতন্ত্র ও সমাজবাদী ধর্মহীনতার ফানুস কিভাবে ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তির মোকাবেলায় বিলীন হয়ে যাবে, সে সম্পর্কেও নিশ্চিত বিশ্বাসের সৃষ্টি হবে।

সামগ্রিকভাবে খৃষ্টান এবং নাস্তিক শক্তিগুলোর তুলনায় মুসলমানগণ অনেক বেশী দুর্বল। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যেও সংখ্যার দিক দিয়ে অত্যল্প এবং পার্থিব শক্তি ও সামর্থে অত্যন্ত দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে আহমদীগণের চূড়ান্ত সাফল্য বাস্তবে রূপায়িত হবে? পাশ্চাত্য জাতিগুলির অপূর্ব অগ্রগতি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি, দার্শনিক চিন্তাধারার ব্যাপকতা, বস্তুবাদের প্রবল স্রোত, সম্পদের প্রাচুর্য্য, বিশাল যুদ্ধপ্রস্তুতির ভয়াবহতা, সমাজবাদী শক্তিজোটের বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা এবং সেই সংগে তাদের বস্তু-শক্তি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি—এই সকল বিষয়ের মোকাবেলায় আহমদীয়াতের শক্তি,

সামর্থ ও সম্ভাবনা কতখানি গ্রহণযোগ্য ? আহ-মদীয়াত কি বিশালাকার শক্তিগুলোর নিষ্পেষণে টিকে থাকবে এবং কালক্রমে সেগুলোকে পরাভূত করতে পারবে ? প্রাথমিক যুগে ইসলাম প্রায় ৫০ বছরের মধ্যে তৎকালীন সভ্য জগতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু সেই তুলনায় ইসলামের বিশ্বজনীন শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে আহমদীয়া আন্দোলনের শুরু হয়েছিল, আজ পর্যন্ত তা কতখানি সাফল্য লাভ করছে ? নিঃসন্দেহে একজন নিষ্ঠাবান মোমেনের জন্য এই সকল প্রশ্ন অমূলক এবং অবান্তর। তবুও যথাযথ উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে যাতে সকল সন্দেহ এবং নৈরাশ্যের অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

ইসলামের প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক বিজয় সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে, সেগুলো কল্পনার ফানুস নয় অথবা সেগুলো বিরোধী শক্তিগুলোর ব্যাপকতার কথা চিন্তা না করেই করা হয় নাই। এই ভবিষ্যদ্বানীগুলো অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত ছিল না। এগুলো সুচিন্তিত এবং ঐশী পরিকল্পনানুযায়ী ছিল। পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং আহমদীয়া সাহিত্য সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছে যে, প্রতিশ্রুত চূড়ান্ত সাফল্যের পূর্বে ভয়াবহ বিপদাবলী ও অসুবিধার পাহাড়ও অতিক্রম করতে হবে। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার শাশ্বত পদ্ধতি যে, তিনি প্রারম্ভেই তাঁর রসুলগনের বিজয়ের কথা ঘোষনা করে দেন, অন্যদিকে তিনি একথাও বলে দেন যে, এই বিজয়ের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং বিপদসংকুল। এই ঘোষনার উদ্দেশ্য এই যে, রসুলের একনিষ্ঠ অনুগামীরা যেন পূর্বাহ্নেই সতর্ক হয় এবং তাদের সর্বাত্মক শক্তি ও সামর্থ দিয়ে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করে (The fore-warned should be fore-armed) এই ঘোষণার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত ব্যাক্তিকে নিতান্ত দুর্বল ও অসহায় রূপেই সাধারণ মানুষ লক্ষ্য করে এবং সেই মনোনীত ব্যক্তির বিরোধী শক্তিগুলোকেই প্রবল পরাক্রান্ত বলে মনে হয়। পরিণামে সেই ব্যক্তি যখন জয়লাভ করেন, তখন সকলেই সন্দেহাতীতরূপে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার মহাশক্তির তুলনায় পার্থিব বিরোধী শক্তিগুলো মাছির ডানার তুল্যও নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআনে ইসলামের ঘোর-বিরোধী শক্তিরূপে শেষ যুগে ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে—যখন তারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রত্যেক উচ্চ-স্থান হতে দৌড়ে আসবে অর্থাৎ উন্নতির চরম শিখরে উঠবে (সুরা আম্বিয়া : ৭ম রুকু)।

ইয়াজুজ মাজুজ বলতে ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দুটি বৃহৎ শক্তিজোটকে বুঝানো হয়েছে। উপরে এই দুটি দল কত প্রবল শক্তির অধিকারী হবে এবং কিভাবে অন্যান্য জাতির উপর তারা প্রভাব বিস্তার করবে তার লোমহর্ষক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। জাতিগত এবং

রাজনৈতিক শক্তির পরিচয় দেওয়ার জন্য যে দুটি দল কুরআনে ইয়াজুজ ও মাজুজ বলে উল্লিখিত হয়েছে, হাদিসে তাদেরকে ধর্মীয় অবনতির জন্য 'দাজ্জাল' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে: "আদমের জন্মের দিন হতে দাজ্জালের মত বড়ো ফেত্‌না আর কখনই সৃষ্ট হয় নাই"। ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জাল-রূপী শক্তিগুলোর পরিনাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে। হাদিসে আছে যে "যখন দাজ্জাল আগমনকারী মসীহ (আঃ)-এর সহিত সংগ্রামে নামবে, তখন সে পানিতে যেভাবে লবন দ্রবীভূত হয়, তেমনিভাবে দ্রবীভূত হতে শুরু করবে" (কন্‌জুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড)। লবনের ন্যায় গলে যাওয়ার মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের ফলে দাজ্জালের প্রভাব বিনষ্ট হবে, ত্রিত্ববাদ ধ্বংস হয়ে যাবে, নাস্তিকতা এবং মূর্ত্তিপুজা বিলীন হতে থাকবে এবং এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রবাহে পৃথিবীর বিষাক্ত আবহাওয়া পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। অন্য একটি হাদিসে আছে যে; "মসীহ মওউদ (আঃ) দাজ্জালকে বিবাদ কারীদের দোরগোড়া পর্যন্ত অনুসরন করবেন এবং সেখানে তাকে বধ করবেন।" 'দোরগোড়া পর্যন্ত অনুসরন করার' অর্থ এই যে, মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সহিত দাজ্জালের সংঘর্ষ হবে যুক্তি-তর্কের এবং বিচার-বিশ্লেষনের—অস্ত্রের সংঘর্ষ নয়। আধ্যাত্মিক অস্ত্র তথা যুক্তি-প্রয়োগ এবং ঐশী নিদর্শনাবলীর দ্বারাই দাজ্জাল পরাভূত হবে এবং দাজ্জালের পার্থিব শক্তিও লবনের ন্যায় দ্রবীভূত হতে শুরু করবে। সুরা কাহাফে ইয়াজুজ মাজুজ তথা দাজ্জালের সম্যক পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং সেজন্যই হাদিসে দাজ্জালের আবির্ভাবকালে এই সুরা পাঠ করতে বলা হয়েছে। দাজ্জাল তারাই যারা আল্লাহ্‌র নামে 'চরম মিথ্যা অপবাদ' দিয়ে বলে: "আত্তাখাযাল্লাহু ওয়ালাদান" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একটি পুত্র সন্তান আছে (সুরা কাহাফ: ১ম রুকু)। বলা বাহুল্য যে, বর্তমান কালের খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদই প্রচার করছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদই দাজ্জালী ফেতনা তাতে কোন সন্দেহ নাই। ত্রিত্ববাদের খণ্ডন এবং অসারতা প্রতিপন্ন করাই আগমনকারী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অন্যতম দায়িত্ব ছিল এবং সেই কারণেই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যুক্তি ও প্রমানের দ্বারা ত্রিত্ববাদের খণ্ডন করছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানীতেও প্রতিশ্রুত বিজয়ের কথা বলা হয়েছে এবং সেই সংগে বিপদাবলীর সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন: "আমাকে তোমরা দুর্বল মনে করো না। কারণ আমি আল্লাহ্‌র সিংহ এবং আমার পশ্চাতে এমন একটি শক্তির হস্ত কাজ করছে যার বিরুদ্ধে পৃথিবীর কোন শক্তি একটা শৃগালের তুল্যও নয়।" তিনি আবার বলেছেন: "এখন এই অধমের সহিত শয়তানের রুহানী যুদ্ধ শুরু হয়েছে। হে খোদা আমার হৃদয় কাঁপছে—ইহা অত্যন্ত কঠিন ও

(৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাল

—চৌধুরী আবদুল মতিন

সদানন্দ মানব-মুকুর আহ্‌মদী এই ধরাতলে
ধর্ম তাদের মাথার পরে জগত তাদের চরণতলে।
কি জানি কি পেয়েছে তারা বিশ্ব-তাকায় অবাক হয়ে,
বিধি-লঙ্ঘন নয় তাহাদের কথা কর্ম-খোদার ভয়ে।
অন্ন-বস্ত্রের অভাব জ্বালা নয় তাহাদের মনের পীড়া
সহিষ্ণুতার মনুষ্য-রতন হৃদয় তাদের স্বচ্ছ হীরা।
এই পৃথিবীর 'তাকত' কোথায় আগুনে আগুন পোড়াতে পারে
"অগ্নি যাঁহার দাসানুদাস"—শরণ যাদের তাঁহার দ্বারে।
ভয়ের শিশু নয় তাহারা জা'ন-সালামত খোদার শান,
সাধ্য কাহার হান্‌তে পারে হেদায়েতের অটল প্রাণ।
শাসন-নীতি শ্রদ্ধা করার স্বভাব তাদের ধর্ম-জ্ঞানে
শরীয়তের প্রতীক তারা কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।
অশান্তির ঝড় তুলছে যারা বিশ্ব-মানব পারাবারে
ধ্বংস-মুখি জাতি তারাই জাহান্নামের দ্বারে দ্বারে।
আপন ভোলা ভ্রান্ত তারা দুঃসাহসে দুঃখ আনে
বৃথা দাঁড়ায় হান্‌তে ব্যথা নবীর অনুচরের প্রাণে।
হায় হায়, কি জানেনা কেউ শেরে খোদার প্রকৃতি কি
বিশ্ব-জোড়া আহ্‌মদীদের ভাবতে হবে আকৃতি কি।
কেন কর মরন-প্রয়াস ধর্মদ্রোহীর দজ্জালী চাল
সেই জামাতের স্বর্গ-রাজ্য ইমাম যেই জামাতের ঢাল।
'রক্ষা-কবজ' 'খলিফা' শিরে দোয়ায় যাহার শান্তি ত্রাণ
ভুবন ভরে উঠবে ধ্বনি সেই জাতির জয়-নবোত্থান!

আগামী ২৩শে মার্চ 'মসিহ্ মওউদ' দিবস উদযাপন করুন।

মোসলেহ্ মওউদ দিবস উদযাপন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ৭৪ রোজ বুধবার বেলা দুই ঘটিকায় সুন্দরবন দারুততবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গণে আল্লাহ্তায়ালার অশেষ ফজলে সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া কতৃক আয়োজিত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) দিবস জলসা উদযাপন করা হইয়াছে, সভার সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান সাহেব। মুসলেহ্ মওউদ দিবস জলসা উদ্বোধন করেন বিভাগীয় কায়েদ জনাব আবু কাওছার সাহেব। স্থানীয় জামাতের বহু খোদ্দাম ও আনসার মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এর জীবনী ও তার দীর্ঘ খিলাফৎ জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ডাঃ এ, কে, এম, আনছারী ও জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব সুলতান আলী হিন্দু ধর্মের সংস্কারের যে প্রয়োজন রহিয়াছে তাহার উপর হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এই সভায় স্থানীয় আহ্মদী গায়ের আহ্মদী ছাড়াও বহু হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সাহেবের বক্তৃতার শেষে দোয়ান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়।

০ ০ ০ ০

এতদ্ব্যতীত, ঢাকা, ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া কোলদিয়াড়, আহ্মদ নগর চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য জমাতেও যথাযথ মর্যাদার সহিত মোসলেহ মওউদ দিবস উদযাপিত হয়। ঢাকায় ২৪শে ফেব্রুয়ারী রোজ রবিবার বেলা চার ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকা পর্যন্ত সভা অনুষ্ঠিত হয় উহাতে তেলাওয়াত ও নজম পাঠের পর মোসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানীর বিভিন্ন দিক নিয়া বিশদভাবে আলোকপাত করেন জনাব মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বী, মৌঃ মোস্তফা আলী সাহেব, শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব, মোঃ খলিলুর রাহ্মান সাহেব, মৌঃ আলী কাসেম খান চৌধুরী, মৌঃ আবদুল মতিন চৌধুরী এবং সভাপাত জনাব মকবুল আহ্মদ খান সাহেব।

দুর্গারামপুর সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

দুর্গারামপুর (জিলা কুমিল্লা) আঞ্জুমনে আহ্মদীয়ার অষ্টম সালানা জলসা বিগত ৯ই ও ১০ই মার্চে আল্লাহ্তায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া এবং উহার নিকটবর্ত্তী জামাত সমূহ হইতে অনেক ভ্রাতা ও ভগ্নি জলসার যোগদান করেন। ঢাকা হইতে মোহ্তারাম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ, চৌধুরী আলী কাসেম খান, মৌঃ মকবুল আহমদ খান, মৌঃ মোঃ খলিলুর রহমান, মৌঃ মির্যা আলী আখন্দ, মৌঃ শহিদুর রহমান, মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ প্রমুখ এবং ময়মনসিংহ হইতে মৌঃ সলিমুল্লাহ্ সাহেব, সিলেট হইতে মৌঃ ফারুক আহ্মদ সাহেব এবং চট্টগ্রাম হইতে মৌঃ আহমদুর রহমান সাহেব জলসায় শরীক হন এবং বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় জামাতের খোদ্দাম, আনসার ও আতফাল—সকলেই অত্যন্ত আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও নিপুনতার সহিত জলসার আয়োজন-খেদমত পালন করেন। জাযাহুমুল্লাহ্-তায়ালা।

তোহফাতুন নদ য়ার অবশিষ্টাংশ

(১৬ পৃঃ পর)

হয় না। মানব জ্ঞানও ইহারই অনুমোদন করে যে, আল্লার প্রতিষ্ঠানের বিনাশেচ্ছু প্রতারক যেন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহারই উল্লেখ প্রাথমিক ঐশী গ্রন্থগুলিতে স্থানে স্থানে আজিও বিরাজ করিতেছে। কিন্তু হাফেয সাহেবের বক্তব্য এই যে, অনেকে মিথ্যা ওহী ও নবুওতের দাবী করিয়াছে এবং এইরূপ দাবীর কার্য্যকাল ২৩ বৎসর যাবৎ প্রবল ছিল এবং তাহারা নিজেদের নবুওতের দাবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত মিথ্যা ওহি রচনা করিয়া সর্ব সমক্ষে প্রচার কার্য্য হইতে বিরত হয় নাই। এমনকি ইহারা তাহাদের এইরূপ পাপ বিশ্বাস লইয়াই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের জীবন এবং কর্মে সার্থকতা দিয়াছেন এবং তাহাদের কোনও প্রকার দণ্ড বিধান করেন নাই এবং ইহার কোন প্রমাণ নাই যে, ইহারা কখনও অনুতাপ করিয়াছে বা এইরূপ অনুতাপের পর তাহাদের দ্বিতীয় বার ঈমান আনার কথা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। হাফেয সাহেব বলিতেছেন যে, এই সকল কথার প্রমাণ "ফেতায়াল মতিন" নামক পুস্তিকায় চমৎকার ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে তিনি পাঁচ শত টাকার পুরস্কার গ্রহণ করিতে চাহেন না। তৎপরিবর্তে তিনি ইহাই চাহেন যে, আমি কারারনামা লিখিয়া দিই যে, আগামী ইং ১৯০২ সালের ৯ই অক্টোবর হইতে অমৃতসর নগরীতে নদবী উলামার যে বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইবে, যাহাতে সমগ্র ভারতের খ্যাতনামা আলেমগণ যোগদান করিবেন, তাহাতে নির্বাচিত বিচারকমণ্ডলীর সমক্ষে অর্থাৎ নদবী আলেমগণের নিকট "কেতায়াল ওতিন" নামক পুস্তিকায় লিখিত প্রমাণগুলি যদি পরিস্কার কষ্টি পাথরে উত্তীর্ণ হইয়া যায় অর্থাৎ তাহারা স্বীকার করিয়া লয়েন যে, আমি যতকাল ধরিয়া অহী প্রাপ্ত হইতেছি এবং যেরূপ পরিস্কার ভাবে এবং দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সহিত আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ওহী

———

শোক সংবাদ

রিকাবি বাজারস্থ ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম সাহেবের স্ত্রী মিসেস জরিনা বেগম গত ৫ই মার্চ ভোররাত্রে ৪-৩৫ মিনিটের সময় শান্তিনগরস্থ জনাব মোস্তফা আলী সাহেবের বাস-ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২৮ বৎসর। মরহুমা ৪ কন্যা, এক পুত্র এবং বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমার আত্মার শান্তি ও মাছুম শিশু সন্তান-সন্ততির জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা হচ্ছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

সকলের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ২রা ও ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সালানা জলসা বিশেষ অনিবার্য কারণ বশতঃ স্থগিত হইয়াছে। উক্ত জলসার নূতন তারিখ পরে ঘোষনা করা হইবে।

মুখলেসীনে জামাতের জন্য মহা সুসংবাদ

বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে

নূতন তহরীক—শতবার্ষিকী জশন ফাণ্ড

এতদ্বারা জামাতের বন্ধুগণের বিশেষ দৃষ্টি হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-র গত ২৮-১২-৭৩ তারিখে রাবওয়া মোকামে জলসায় প্রদত্ত ভাষণের দিকে আকর্ষণ করা যাইতেছে। উক্ত ভাষণে হুজুর (আইঃ) আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠার শত বার্ষিকী উৎসব পালনের এক মহা-পরিকল্পনার এলান করিয়াছেন। তদনুযায়ী কেন্দ্রীয় বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার অফিসে "শতবার্ষিকী জশন ফণ্ড" নামে এক পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে। এই ফণ্ডে হুজুর (আইঃ) জামাত হইতে আড়াই কোটি টাকা চাঁদা চাহিয়াছেন, যাহা ষোল বছরে পুরন করিতে হইবে এবং হুজুর (আইঃ) আশা রাখেন যে জামাত এই ফণ্ডে পাঁচ কোটী টাকা দিবে। বাঙলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার মজলিসে আমেলায় বিষয়টি বিবেচনা করা হইয়াছিল। মেম্বারগণ বাঙলাদেশের পক্ষ হইতে এই ফণ্ডে পাঁচলক্ষ টাকা প্রস্তাব করেন এবং হুজুর (আইঃ)-এর দ্বিগুণ চাঁদা-প্রাপ্তির লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের লক্ষ্য দশলাখ টাকা করা হইয়াছে। হুজুর (আইঃ)-কে এই সংবাদ জানাইয়া দোওয়া প্রর্থনা করা হইয়াছে। একা ইংলণ্ডের জামাত এই ফণ্ডে এক কোটী টাকার ওয়দা দিয়াছেন। আল্লাহতায়ালার ফযলে ইতিমধ্যে ঢাকায় অল্প কয়েকজন বন্ধুর পক্ষ হইতে যে ওয়াদা পাওয়া গিয়াছে, উহার পরিমাণ প্রায় একলক্ষ টাকা। আলহামদুলিল্লাহ্! ইহার মধ্যে কয়েক বন্ধু প্রথম বৎসরের চাঁদা আদায় করিয়া দিয়াছেন। জাযাহুল্লাহ্।

এই মহতি ফণ্ডে প্রত্যেক আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, আতফাল ও নাসেরাত মুক্ত হৃদয়ে অংশগ্রহণ করুন। আল্লাহতায়ালা সকল ভাই ভগ্নিকে এই মহা আনন্দপূর্ণ মালী কুরবানীতে শরীক হইবার তৌফিক দিন ও তাহাদের রোজগারে অশেষ বরকত নাযেল করুন এবং তাহাদের কুরবানীকে কবুল করুন। আমীন।

এতদ্বারা প্রত্যেক মফস্বল জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা জামাতের প্রত্যেক মেম্বারের নিকট হইতে ওয়াদা সংগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ লিষ্ট আগামী ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে অত্র অফিসে পাঠাইয়া দিবেন। জামাতের মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান আপন আপন এলাকার জামাত সমূহে হুজুর (আইঃ)-এর তহরীকের যথাযথ এলান করিবেন। জাযাহুমুল্লাহ্।

যাহারা একা একা কার্যোপলক্ষে স্থানীয় জামাত হইতে দূরে থাকেন, তাঁহারা সরাসরি অত্র অফিসে ওয়াদা পাঠাইবেন। আললাহতায়ালা সকলের হাদী, হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন। ইতি

খাকসার—
মোহাম্মাদ,
আমীর, বাঙলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়া। ঢাকা—১৪।২।৭৪ইঃ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫১তম সালানা জলসা

স্থান ঃ আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণ

৪নং বকশী বাজার রোড
ঢাকা – ১
ফোন, ২৮৩৬৩৫

তারিখ ঃ ৬ই ও ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৪ সাল (ইং)
২৩শে ও ২৪শে চৈত্র, ১৩৮০ সাল (বাং)

অধিবেশনের সময় সূচী ঃ

শনিবার ঃ প্রথম অধিবেশন—সকাল ৮ টা হইতে ১১ টা পর্যন্ত
দ্বিতীয় অধিবেশন—বিকাল ২ টা হইতে ৬ টা পর্যন্ত
রবিবার ঃ প্রথম অধিবেশন—সকাল ৮ টা হইতে ১১ টা পর্যন্ত
দ্বিতীয় অধিবেশন—বিকাল ২ টা হইতে ৬ টা পর্যন্ত

এই জলসায় বাংলাদেশ ও ভারত হইতে বিশিষ্ট আলেম ও চিন্তাবিদগণ ইসলামের বিভিন্ন দিক লইয়া তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিবেন। বিভিন্ন বক্তা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব, বিশ্ব-শান্তির সঠিক পন্থা, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করিবেন। তাহারা বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা এবং ইসলামের আলোকে উহার সমাধান বিশ্লেষণ করিবেন। এই জলসায় অংশ গ্রহণ করিয়া অশেষ পুণ্যের অংশীদার হউন। আপনাদের সকলের উপস্থিতি কামনা করি।

বিনীত—
ভিজির আলী
চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশিবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিব। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করিম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘণিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

The Introduction to the Commentary of the Holy Qur'an		Tk.	8.00
The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	,,	2.00
Jesus in India	,,	,,	2.50
Ahmadyyat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	,,	8.00
Invitation to Ahmadiyyat	,,	,,	8.00
The New World Order	,,	,,	3.00
The Economic Structure of Islamic Society	,,	,,	2.50
Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	,,	0.62
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	,,	0.50
কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আ:)	টাকা	১.২৫
শান্তির বার্তা	,,	,,	১.০০
ধর্মের নামে রক্তপাত	মির্যা তাহের আহ্মদ	,,	২.০০
আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব	মৌলভী মোহাম্মদ	,,	১.০০
ইসলামেই নবুয়াত	,,	,,	০.৫০
ওফাতে ঈশা	,,	,,	০.৫০

ইহা ছাড়া :—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র। ১৷৷০ দেড় টাকার ডাক টিকেট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*